বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২৬/২২
তারিখ: ০৩ জুন ২০২৬

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
আইইবি ভবন (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা)
রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
২	বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রস্তাবসমূহ কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	৪
৩	বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন	৪
৪	কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি	৭
৫	স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত	১২
৬	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	১৮
৭	বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের রাজস্ব চাহিদা	২১
৮	মূল্যহার আদেশ	৩৩
৯	নির্দেশনা	৩৩
পরিশিষ্ট-'ক'	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬	৩৭
পরিশিষ্ট-'খ'	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি	৪১

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২৬/২২

তারিখ: ০৩ জুন ২০২৬

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪ অনুসারে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো) এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে অদ্য ০৩ জুন ২০২৬ তারিখে এ আদেশ প্রদান করা হলো।

১.০ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১.১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) এর প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ:

১.১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) ২৪ মে ২০২৬ তারিখে বিদ্যমান রাজস্ব ঘাটতি পূরণ এবং প্রস্তাবিত বাল্ক ট্যারিফ ও হুইলিং চার্জ সমন্বয় বিবেচনায় খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য কমিশনে প্রস্তাব করে।

১.১.২ প্রস্তাবে বাবিউবো উল্লেখ করে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাবিউবো এর বিতরণ ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রতি কি.ও.ঘ. ০.৮১ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাবিউবো এর প্রাক্কলিত বিতরণ ব্যয় প্রতি কিলো ওয়াট ঘন্টা (কি.ও.ঘ.) ০.৮৫ টাকা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিতরণ ব্যয় প্রতি কি.ও.ঘ ০.৯১ টাকা। বিদ্যমান খুচরা ট্যারিফে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাবিউবো এর সম্ভাব্য ঘাটতি প্রতি কি.ও.ঘ. ০.২৯ টাকা। এ প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবে পাইকারি মূল্যহার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতি ০.২৯ টাকা বিবেচনাপূর্বক বাবিউবো এর খুচরা বিক্রয়মূল্য সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.১.৩ বাবিউবো প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করেছে যে, বর্তমান ট্যারিফ অনুসারে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিলো ওয়াট (কি.ও.) অনুমোদিত লোড পর্যন্ত নিম্নচাপ (এলটি) গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হয়। বাবিউবো এর আওতাধীন বিতরণ জোনসমূহে ৫০ কিলোওয়াটের অধিক লোডবিশিষ্ট গ্রাহকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিস্টেমে সাধারণত ২০০-২৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়, ফলে ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব লোডের গ্রাহকের কারণে একই ট্রান্সফর্মারে সীমিত সংখ্যক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাবিউবো ৫০ কি.ও. হতে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল গ্রাহকশ্রেণিকে নিম্নচাপ (এলটি) এর পরিবর্তে মধ্যচাপ (এমটি) গ্রাহক শ্রেণি হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব করেছে।

১.১.৪ বাবিউবো সকল বেসরকারি হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দাতব্য/সেবামূলক কাজে ব্যবহৃত না হয়ে বানিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয়, সে সকল প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে।

১.২ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ:

১.২.১ বাপবিবো প্রস্তাবে উল্লেখ করে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাপবিবো এর বিতরণ ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রতি কি.ও.ঘ. ১.৭১৬ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাবিউবো এর প্রাক্কলিত বিতরণ ব্যয় প্রতি কি.ও.ঘ. ১.৭৭৩ টাকা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রতি কি.ও.ঘ ১.৮৩৭ টাকা। বাপবিবো প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিদ্যুতের সম্ভাব্য গড় বিক্রয়মূল্য ৮.৫০ টাকা/কি.ও.ঘ। বাপবিবো বিদ্যমান বাল্ক ট্যারিফে বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহ ব্রেক ইভেনে পরিচালনার জন্য গড় বিক্রয়মূল্য প্রস্তাব করেছে প্রতি কি.ও.ঘ. ৯.০০ টাকা। বাপবিবো বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার ৫.৯৩% বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। এছাড়া বিদ্যুতের বাল্ক ট্যারিফ এবং হুইলিং চার্জ বৃদ্ধি করা হলে তা সিস্টেম লসসহ পাস-থ্রু করার প্রস্তাব করেছে।

১.২.২ বাপবিবো তাদের প্রস্তাবে যে সকল গ্রাহকের অনুমোদিত লোড ১ কি.ও. বা তার কম এবং মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার ৫০ ইউনিট বা তার কম কেবল তাদেরকে লাইফলাইন স্ল্যাবের সুবিধা প্রদান, শিল্প গ্রাহকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করা, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করা, উপকেন্দ্রের ওভারলোড জনিত সমস্যা হ্রাসে এইচটি গ্রাহক শ্রেণির প্রযোজ্যতা ৩ মে.ও. থেকে ৩০ মে.ও. পর্যন্ত করা, ইটভাটা ও চিলিং সেন্টার (দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র) শিল্প শ্রেণিতে বাপবিবো এর যেসকল সেচ গ্রাহক সেচ মৌসুম ছাড়াও অন্যান্য ফুল/ফলের চাষে এবং নার্সারীতে পানির পাম্পের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা, একটি স্থাপনায় (বহুতল ভবন) একাধিক শিল্প সংযোগের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সার্ভিস ড্রপের আওতায় মেইন-মিটার/সাব-মিটারের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান অথবা ভিন্ন ভিন্ন সার্ভিস ড্রপের আওতায় প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ প্রদান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেছে।

১.৩ ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) এর প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ:

১.৩.১ ডিপিডিসি তাদের প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বিতরণ ব্যয় ২,৩২৫.৩৯ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিক্রয় ব্যতীত অন্যান্য আয় ২৮৯.৮৭ কোটি টাকা বিবেচনায় নিট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা ২,০৩৫.৫২ কোটি টাকা এবং খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০৮৩.১৭ কোটি কি.ও.ঘ. হওয়ায় বিতরণ ব্যয় প্রতি কি.ও.ঘ. ১.৮৮ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বিতরণ ব্যয় ২,১৮৫.৫৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় ২৯১.৮৪ কোটি টাকা বিবেচনায় নিট বিতরণ ব্যয় ১,৮৯৩.৬৯ কোটি টাকা এবং খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ১,১৩৯.৫২ কোটি কি.ও.ঘ. হওয়ায় বিতরণ ব্যয় প্রতি কি.ও.ঘ. ১.৬৬ টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট বিতরণ ব্যয় ২,২২৯.৯৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় ৩০৩.৪৯ কোটি টাকা বিবেচনায় নিট বিতরণ ব্যয় ১,৯২৬.৫১ কোটি টাকা এবং খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ১,১৯৬.৩৬ কোটি কি.ও.ঘ. হওয়ায় বিতরণ ব্যয় প্রতি ইউনিটে ১.৬১ টাকা হিসেবে ডিপিডিসি বিদ্যুতের খুচরা ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব করেছে। ডিপিডিসি এর প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার এবং সঞ্চালন চার্জ অপরিবর্তিত থাকলেও ডিপিডিসি এর রাজস্ব ঘাটতি থাকবে। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং পরিচালন ব্যয় নির্বাহ নিশ্চিত করতে ডিপিডিসি খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার গড়ে ৬.৯৬% হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.৩.২ ডিপিডিসি তাদের প্রস্তাবে প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকদের মিটারে সিকিউরিটি চার্জ আদায়, যে সকল গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নিচে থাকে তাদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা, বেসরকারি হাসপাতাল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্যিক শ্রেণির ট্যারিফের আওতাভুক্ত করা, বস্তিসমূহকে কক্ষ সংখ্যার ভিত্তিতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ইউটিলিটি মিটারিং এর আওতায় এনে subsidized ফ্ল্যাট ট্যারিফ ধার্য করা, রাস্তার বাতির ট্যারিফ কস্ট অব সার্ভিসের বেশি ধার্য করা, ২৫০ কেভিএ পর্যন্ত ক্ষমতার ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে LT-CT মিটারিং এর মাধ্যমে বিলিং (ট্রান্সফর্মারের লস সহ) করার নির্দেশনা দেয়া, নিম্নচাপ থ্রি-ফেইজ গ্রাহকের অনুমোদিত লোড সীমা ৮০ কিলোওয়াটের পরিবর্তে ৫০ কিলোওয়াটে পরিবর্তন করা, নির্মাণ গ্রাহকশ্রেণির ট্যারিফ এলটি-ই (বাণিজ্যিক ও অফিস) এর দ্বিগুণ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব করেছে।

১.৪ ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো) এর প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ:

১.৪.১ ডেসকো বিদ্যুতের বিক্রয়মূল্য বিতরণ ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য হতে কম হওয়ায় ডেসকো এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১,০৬২.২৩ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৯৫২.২০ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৫৯৬.৮৯ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২,৬১১.৩২ কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ঘাটতি ৮২১.৬৯ কোটি টাকা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ঘাটতি ৯৩৪.৭৭ কোটি টাকা সংস্থান করার নিমিত্ত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার ৯.৬৭% সমন্বয় করার প্রস্তাব করেছে। তবে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার অথবা হুইলিং চার্জ পুনরায় বৃদ্ধি পেলে পাস-থ্রু পদ্ধতিতে খুচরা মূল্যহার সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.৪.২ ডেসকো তাদের প্রস্তাবে ৩৩ কেভি লেভেলে পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্যহার ডিপিডিসি এর সমান করার জন্য অনুরোধ করেছে। ডেসকো প্রস্তাবে এলটি ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) শ্রেণির গ্রাহকগণকে সরকারি ও বেসরকারি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা, এলটি ডি-২ (রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প) ট্যারিফ শ্রেণির গ্রাহকের আয়ের উৎস থাকায় ক্রয়মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা, বস্তি এলাকায় মিটারের গড় ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে আবাসিক স্ল্যাব ট্যারিফের নির্ধারণ করা, প্রি-পেইড গ্রাহকদের এনার্জি চার্জের উপর ০.৫০% হারে রিবেট প্রত্যাহার এবং ডিমান্ড চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা করেছে।

১.৫ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ:

১.৫.১ ওজোপাডিকো প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ওজোপাডিকো এর বিতরণ ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রতি কি.ও.ঘ. ১.১০ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ওজোপাডিকো এর প্রাক্কলিত বিতরণ ব্যয় প্রতি কি.ও.ঘ. ১.৩৯ টাকা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রতি কি.ও.ঘ ১.৫০ টাকা। ওজোপাডিকো প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে যে, ডিসেম্বর'২২ থেকে এপ্রিল'২৪ পর্যন্ত বিদ্যুতের বাল্ক মূল্য ৩৩ কেভিতে প্রতি কি.ও.ঘ. ২.০৯০৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার প্রতি কি.ও.ঘ. ১.২৩৭১ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ইউনিট পাইকারি ও খুচরা মূল্যের মধ্যে ওজোপাডিকো এর ০.৮৫৩৩ টাকা ঘাটতি রয়েছে। খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে ওজোপাডিকো এর কি.ও.ঘ. প্রতি ঘাটতি ০.৮৫৩৩ টাকা বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি মূল্যহার বহাল থাকলে গ্রাহকপর্যায়ে গড় খুচরা মূল্যহার ন্যূনতম ১০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.৫.২ ওজোপাডিকো প্রস্তাবে আবাসিক লাইফলাইন গ্রাহকদের জন্য ৮% এবং অন্যান্য আবাসিক গ্রাহকদের জন্য ১২.২৫% হারে খুচরা ট্যারিফ বৃদ্ধি, প্রি-পেইড মিটারের গ্রাহকদের এনার্জি চার্জের উপর ০.৫০% হারে রিবেট দেওয়ার নির্দেশনা বাতিল বা কমানো, ইজি বাইক চার্জিং স্টেশনের জন্য বর্তমানে প্রযোজ্য এলটি-ডি ৩ ট্যারিফ বাদ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যবহার হিসাবে ট্যারিফ নির্ধারণ,

বেসরকারি হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহকে কমার্শিয়াল ট্যারিফের আওতায় আনা, বিইআরসি কর্তৃক পিএফসি চার্জ আরোপের ক্ষেত্রে সকল বিতরণ ইউটিলিটির জন্য ৩৩ কেভি এবং ১৩২ কেভিতে একই পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান (০.৯০) নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে।

১.৬ নর্দান ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো) এর প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ:

১.৬.১ নেসকো তাদের প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নেসকো এর মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ও সঞ্চালন বাবদ ব্যয় ৩৭,৪৬২.৭৮ মিলিয়ন টাকা (৭.৯৯ টাকা/কি.ও.ঘ.), মোট বিতরণ ব্যয় ৬,৮২২.৯০ মিলিয়ন টাকা (১.৪৫ টাকা/কি.ও.ঘ.) এবং নিট বিতরণ ব্যয় ৫,৯৯৬.৬৯ মিলিয়ন টাকা (১.২৮ টাকা/কি.ও.ঘ.)। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ক্রয় ব্যয় ৩৯,১৭২.২৪ মিলিয়ন টাকা (৭.৯৮ টাকা/কি.ও.ঘ.) এবং মোট বিতরন ব্যয় ১০,৯৮৩.০৮ মিলিয়ন টাকা (১.৭৪ টাকা/কি.ও.ঘ.); নিট বিতরন ১.৫৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিতরণ রেট আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬৬ টাকা/কি.ও.ঘ. প্রস্তাব করেছে। নেসকো সম্ভাব্য পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং কোম্পানির ন্যূনতম খরচ সংস্থান বিবেচনা করে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছে।

২.০ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রস্তাবসমূহ কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ:

২.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পনিসমূহের প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের নিমিত্ত ০৫ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় একটি কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Team-TEC) গঠন করা হয়।

২.২ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পনিসমূহের প্রস্তাবসমূহ গণশুনানি সংশ্লিষ্ট পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ০৬ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে বর্ণিত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুসারে তা মূল্যায়নের জন্য ইতঃপূর্বে কমিশন কর্তৃক গঠিত 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)'-কে নির্দেশ প্রদান করে।

২.৩ কমিশন ২১ মে ২০২৬ তারিখ বুধবার সকাল ১০:০০ টায় ঢাকা'র ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটরিয়ামে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের ওপর গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৩.০ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন:

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করে TEC একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৯ মে ২০২৬ তারিখে কমিশনে দাখিল করে, যার প্রধান বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.১.১ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ প্রস্তাবের সাথে ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাময়িক এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। TEC যাচাইবর্ষ (Test Year)/রেফারেন্স বছর হিসেবে ২০২৪-২৫ সময়ের প্রকৃত তথ্য ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞাত (Known) এবং পরিমাপযোগ্য (Measurable) নির্ণায়ক (Criteria) অনুসরণ করে প্রোফরমা সমন্বয়ের (Proforma Adjustment) মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ সময়ের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৩.১.২ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে এবং বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রাক্কলন পর্যালোচনা করে TEC ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ সিস্টেম লস ও বিক্রয়ের প্রাক্কলন করে যা সারণি-১ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৩.১: বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিদ্যুৎ ক্রয়, সিস্টেম লস এবং বিক্রয়ের পরিমাণ

ক্র.নং	বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানি	বিবরণ	২০২৫-২৬ (TEC'র প্রাক্কলন)		
			বিদ্যুৎ ক্রয় (মি.কি.ও.ঘ.)	সিস্টেম লস (%)	বিদ্যুৎ বিক্রয় (কি.ও.ঘ.)
১	বাবিউবো	(১) ২৩০ কেভি	১৮৭৯.৫৪	৫.৪০%	১৪,৫২৯.২২
		(২) ১৩২ কেভি	৯৬২.৫৫		
		(৩) ৩৩ কেভি	১২,৫১৫.৭৮		
		(৪) মোট ক্রয়	**১৫,৩৫৭.৮৭**		
২	বাপবিবো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৮.৫১%	৫৩,২৫৪.৪৩
		(১) ১৩২ কেভি	২২২.৬১		
		(২) ৩৩ কেভি	৫৭,৩৫০.৫৩		
		(২) উপ-মোট বাবিউবো	৫৭,৫৭৩.১৪		
		(খ) সিআইপিপি থেকে ক্রয়	১৪৬.৫৬		
		(গ) সিপিপি থেকে ক্রয়	২২.৯৪		
		(ঘ) আইপিপি থেকে ক্রয়	৪৬৩.৪৫		
		(ঙ) রিনিউয়েবল/সোলার থেকে ক্রয়	১.৮৩		
		(চ) মোট ক্রয়	**৫৮,২০৭.৯২**		
৩	ডিপিডিসি	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৫.৪৮%	১১,২৭৩.১৯
		(১) ১৩২ কেভি	১০৭২১.৪৬		
		(২) ৩৩ কেভি	১২০৫.৮৪		
		(৩) উপ-মোট বাবিউবো	১১৯২৭.৩		
		(খ) রিনিউয়েবল/সোলার থেকে ক্রয়	০.৭৩		
		(গ) মোট ক্রয়	১১৯২৮.০৩		
৪	ডেসকো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৫.৫০%	৭৪০২.৩২
		(১) ১৩২ কেভি	৬৩৫.১৫		
		(২) ৩৩ কেভি	৭১৯৭.৯৯		
		(খ) মোট ক্রয়	৭৮৩৩.১৪		
৫	ওজোপাডিকো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৭.২৬%	৪১৯২.৯৩
		(১) ৩৩ কেভি	৪৫১৮.৭৮		
		(২) উপ-মোট বাবিউবো	৪৫১৮.৭৮		
		(খ) রিনিউয়েবল/সোলার থেকে ক্রয়	১.২০		
		(গ) অন্যান্য (মনপুরা)	১.১৯		
		(গ) মোট ক্রয়	৪৫২১.১৭		
৬	নেসকো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৭.৭২%	৪৯৬১.০৫
		(১) ৩৩ কেভি	৫৩৭৬.০৯		
		(খ) মোট ক্রয়	**৫৩৭৬.০৯**		
৭	সর্বোমোট	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৭.৩৭%	**৯৫,৬১৩.১৪**
		(১) ২৩০ কেভি	১৮৭৯.৫৪		
		(২) ১৩২ কেভি	১২,৫৪১.৭৭		
		(৩) ৩৩ কেভি	৮৮,১৬৫.০১		
		(৪) উপ-মোট বাবিউবো	**১,০২,৫৮৬.৩২**		
		(খ) সিআইপিপি থেকে ক্রয়	১৪৬.৫৬		
		(গ) সিপিপি থেকে ক্রয়	২২.৯৪		
		(ঘ) আইপিপি থেকে ক্রয়	৪৬৩.৪৫		
		(ঙ) রিনিউয়েবল/সোলার থেকে ক্রয়	৩.৭৬		
		(চ) অন্যান্য (মনপুরার নিজস্ব উৎপাদন)	১.১৯		
		(ছ) মোট ক্রয়	**১,০৩,২২৪.২২**		

৩.১.৩ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রস্তাবে বর্ণিত এবং পরবর্তীতে তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে TEC কর্তৃক নিরূপিত বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নের সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৩.২: বিদ্যুৎ বিতরন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বিতরণ রাজস্ব চাহিদা

ব্যয়ের খাত		রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)					
		বাবিউবো	বাপবিবো	ডিপিডিসি	ডেসকো	ওজোপাডিকো	নেসকো
১	জনবল ব্যয়	৩,৯৯৩	৩৪,১১০	৪,৩৯৬	৩,০৮৬	১,৭৯৫	৩,২০৬
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৯০৭	১,৩৩৯	৫৬৮	১,৪০২	১৮২	১০২
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১,৪৭৭	৫,৪৬৯	৬৪৭	৪২৭	৭৩৮	৪৫২
৪	অবচয়	৬,৩৩৪	৩৪,৬২৭	৩,৬৯৯	২,৪৬৪	১,৪৭৮	১,৩৪৪
৫	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	১৮	০	৪০০	৬৭০	১১৫	২
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	৮৮৭	১৭,৯৭৯	৫,৫৬৪	২,৮৬৩	৩,০১২	২,৭১২
৭	কর্পোরেট ট্যাক্স	৩৩	৩৬৫৩	১১৬৭	৪৪৫	৪৬০	৬১৪
৮	**মোট বিতরণ ব্যয়/মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা (১+২+..+৭)**	**১৪,৬৭৯**	**৯৭,১৭৭**	**১৬,৩৭২**	**১১,৩৬৭**	**৭,৭৭৯**	**৮,৪৬২**
৯	অন্যান্য আয়	৩,৭৭২	২৩,২৭০	৩,১১০	২,৮১০	২,২২৩	১,৩৯৬
১০	**নিট বার্ষিক বিতরণ রাজস্ব চাহিদা (৮-৯)**	**১০,৯০৭**	**৭৩,৯০৭**	**১৩,২৬২**	**৮,৫৭৭**	**৫,৫৫৬**	**৭,০৭৬**
১১	**খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)**	১৪,৫২৯	৫৩,২৫৪	১১,২৭৩	৭,৪০২	৪,১৯৩	৪,৯৬১
১২	নিট বিতরণ রেট [টাকা/কি.ও.ঘ.] (১০÷১১)	০.৭৫	১.৩৯	১.১৮	১.১৬	১.৩৩	১.৪৩

৩.১.৩ কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) তাদের সুপারিশে উল্লেখ করে যে, একটি গ্রাহকশ্রেণির অনুমোদিত লোডসীমা পুনর্নির্ধারণের পূর্বে গ্রাহক ও বিতরণ ইউটিলিটির সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণের জন্য Regulatory Impact Assessment (RIA) সম্পাদন করা, শিল্প গ্রাহকের ক্ষেত্রেও কমিশন কর্তৃক সুস্পষ্ট প্রযোজ্যতা নির্ধারণ, নন-ডিমান্ড মিটারধারী গ্রাহকের অতিরিক্ত লোড কেবল বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারণ না করে পর্যায়ক্রমে ডিমান্ড মিটার স্থাপন বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লোড পরিমাপ করা; বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজকে সরাসরি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা না করা; পোল বা লাইন স্থানান্তর সংক্রান্ত চার্জ যৌক্তিক হারে নির্ধারণ করা; কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প গ্রাহকের জন্য পৃথক প্রযোজ্যতা নির্ধারন এবং একই প্রাঙ্গণে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার হলে পৃথক সংযোগ বা মিটার প্রদান করা; আবাসিক সংযোগ হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অটোরিকশা চার্জিং নিষিদ্ধ করা; বহুতল ভবনে শিল্প সংযোগ, মিশ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাব-মিটার প্রদান এবং LT শ্রেণিতে Horizontal Expansion/Premises অনুযায়ী সাব-মিটার স্থাপনের বিষয়গুলো পর্যালোচনাপূর্বক নির্ধারণ করা; গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫

এর নিচে নেমে গেলে নোটিশ প্রদানপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্নের বিধান কার্যকর করা; বস্তি এলাকার গ্রাহকদের জন্য আবাসিক শ্রেণিতে ফ্ল্যাট ট্যারিফ প্রবর্তন; গ্রাহকের ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে ২৫০ কেভিএ পর্যন্ত লোডের ক্ষেত্রে LTCT মিটার স্থাপনের সুযোগ এবং সর্বোচ্চ ২.৫০% ট্রান্সফরমার লস নির্ধারণ; পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জের ক্ষেত্রে "০.৯৫ ল্যাগ" অন্তর্ভুক্তি; গ্রাহকের অর্থে অর্জিত সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট অবচয় বিতরণ সংস্থার নিজস্ব ফিক্সড এসেট হতে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা এবং অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (বিদ্যুৎ), ২০২৪ অনুযায়ী দ্রুত বুক এডজাস্টমেন্ট সম্পন্ন করা; পবিসসমূহের Provision for Uncollectible হিসাব কমিশনের নির্ধারিত সীমার মধ্যে আনয়ন করা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ প্রদান করে।

৪.০ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি:

৪.১ কমিশন ২১ মে ২০২৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ০৬ মে ২০২৬ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং ০৭ মে ২০২৬ তারিখের দৈনিক সমকাল, দৈনিক যায় যায় দিন, দৈনিক যুগান্তর এবং The Bangladsh today পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কমিশন ২১ মে ২০২৬ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে লিখিত নোটিশ প্রদান করে। গণবিজ্ঞপ্তি এবং লিখিত নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৮ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং গণশুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪.২ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ, বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড (বিএসআরএম) এবং ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

৪.৩ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী ২১ মে ২০২৬ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) এর অডিটরিয়ামে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪ গণশুনানিতে আবেদনকারী বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো ও নেসকো; বিদ্যুৎ বিভাগ; বাংলাদেশ স্টিল মিলস্ এ্যাসোসিয়েশন; বাংলাদশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন; প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ; বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড (বিএসআরএম); বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি; নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিশন; বাংলাদেশ ইন্ডেপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস এ্যাসোসিয়েশন; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫ গণশুনানিতে কমিশনের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, বিদ্যুৎ খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও সার্বিক জনজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত ভিত্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ বিতরণ

ব্যবস্থার সক্ষমতা, দক্ষতা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ এবং সহনীয় মূল্যহার নিশ্চিত করাও কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কমিশনের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, মূল্যহার পরিবর্তন প্রস্তাব বিষয়ে গণশুনানি গ্রহণ একটি আইনি প্রক্রিয়া। কমিশন অনুসরণীয় পদ্ধতি ও মান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাব সমূহের যথার্থতা, ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে। কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশন কর্তৃক গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (Just and Reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব প্রস্তাবকারী কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন। যদি কোনো পক্ষ প্রস্তাবিত বিষয়সমূহের বিপরীতে ভিন্নমত বা বিকল্প দাবি উপস্থাপন করেন, তবে উক্ত দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পক্ষের ওপর বর্তাবে। একইভাবে, প্রস্তাবকারী পক্ষকেও তাদের প্রতিটি প্রস্তাব ও দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট তথ্য, বিশ্লেষণ এবং প্রাসঙ্গিক দালিলিক প্রমাণ গণশুনানিতে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে বিষয়সমূহ পরিষ্কার ও বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতীয়মান হয়। অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও দালিলিক প্রমাণবিহীন উপস্থাপন একটি সর্বজনগ্রাহ্য ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো ভাবেই সহায়ক নয়। কমিশনের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, কমিশন আশা করে গণশুনানিতে পক্ষগণ যুক্তিযুক্ত তথ্য, উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পেশ করবেন যা বস্তুনিষ্ঠ ও জ্ঞাত এবং দালিলিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এবং যা কমিশনের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহায়ক হবে।

৪.৬ বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপনায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বহাল থাকলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ইউনিটপ্রতি প্রায় ০.২৯ টাকা রাজস্ব ঘাটতি সৃষ্টি হবে, যা তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে;

(খ) ১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সিস্টেম লস অত্যন্ত কম, ফলে এ শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য পৃথক ও যৌক্তিক ট্যারিফ কাঠামো বিবেচনা করা প্রয়োজন;

(গ) উচ্চ ভোল্টেজ গ্রাহকদের সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে বিতরণ লস ও অপারেশনাল ব্যয় কমবে এবং সরকারের ভর্তুকি নির্ভরতা হ্রাস পাবে;

(ঘ) আবাসিক গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনায় লাইফলাইন সুবিধা বহাল রেখে বিদ্যমান স্ল্যাব পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়, যাতে নিম্ন আয়ের গ্রাহকগণ তুলনামূলক কম প্রভাবিত হন;

(ঙ) ৫০ কিলোওয়াটের বেশি লোডবিশিষ্ট গ্রাহকদের নিম্নচাপ (LT) হতে মধ্যমচাপ (MT) শ্রেণিতে স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়, যাতে সুষ্ঠু লোড ব্যবস্থাপনা ও ট্যারিফ ভারসাম্য নিশ্চিত করা যায়;

(চ) বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে LT-E/MT-2 শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা;

(ছ) সিঙ্গেল পয়েন্ট মিটারিং চালুর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়, এতে বিলিং ব্যবস্থাপনা সহজ হবে ও সিস্টেম লস কমানো সম্ভব হবে;

(জ) প্রিপেইড মিটারিং সম্প্রসারণ, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম পরিচালনার কথা তুলে ধরে;

(ঝ) নতুন সাবস্টেশন নির্মাণ, পুরাতন ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং GIS-ভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন করা হচ্ছ;

(ঞ) ভবিষ্যৎ চাহিদা মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ব্যাপক অবকাঠামোগত বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়।

৪.৭ বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপনায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) বর্তমানে তারা প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছে এবং দেশের বৃহত্তম বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে;

(খ) লাইফলাইন ও কৃষি/সেচ গ্রাহকদের জন্য ক্রস-সাবসিডি প্রদান করতে গিয়ে তাদের আর্থিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে;

(গ) ইউনিটপ্রতি সরবরাহ ব্যয় প্রায় ৯.২৬ টাকা হলেও বিদ্যমান বিক্রয়মূল্যে সেই ব্যয় পুরোপুরি সমন্বয় হচ্ছে না;

(ঘ) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ব্রেক-ইভেন অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য গড়ে প্রায় ৫.৯৩% বা ইউনিটপ্রতি প্রায় ০.৫০ টাকা মূল্যহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

(ঙ) বাল্ক ট্যারিফ ও হুইলিং চার্জ বৃদ্ধি পেলে তা খুচরা পর্যায়ে পাস-থ্রু করা প্রয়োজন;

(চ) সিস্টেম লস হ্রাসে ফিডার বিভাজন, প্রিপেইড মিটার স্থাপন এবং অবৈধ সংযোগ প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে;

(ছ) পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়ন, ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন এবং লোড ম্যানেজমেন্ট উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ক্ষতি কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(জ) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যা ভবিষ্যতে গ্রাহকসেবার মান উন্নত করবে;

(ঝ) নেট মিটারিং সম্প্রসারণ, ইজিবাইক চার্জিং ব্যবস্থাপনা এবং উচ্চ লোড গ্রাহকদের পৃথক শ্রেণিকরণ বিষয়ে কমিশনের নির্দেশনা প্রয়োজন;

(ঞ) ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় তুলনামূলক বেশি হওয়ায় ট্যারিফ নির্ধারণে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৪.৮ বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপনায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) ডিপিডিসি এর পরিচালন ব্যয়ের প্রায় ৯৮% অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়, ফলে ট্যারিফ সমন্বয় ছাড়া আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা কঠিন হয়ে পড়েছে;

(খ) ২০০৮ সালে সিস্টেম লস ১৮.১৮% থাকলেও বর্তমানে তা ৫.৪৮%-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে;

(গ) বর্তমান ট্যারিফ কাঠামো বহাল থাকলে ইউনিটপ্রতি প্রায় ০.৭১ টাকা রাজস্ব ঘাটতি হবে;

(ঘ) আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার্থে গড়ে প্রায় ৬.৯৬% খুচরা মূল্যহার সমন্বয় করা প্রয়োজন;

(ঙ) বাল্ক ট্যারিফ ও হুইলিং চার্জ বৃদ্ধি পেলে তা পাস-থ্রু করা প্রয়োজন;

(চ) বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি ও লোড প্রবৃদ্ধি মোকাবিলায় বিভিন্ন সাবস্টেশন, ফিডার ও নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

(ছ) ৫০ কিলোওয়াটের ঊর্ধ্বে গ্রাহকদের এমটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে লোড ব্যবস্থাপনা উন্নত করা সম্ভব;

(জ) আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গ্রাহকসেবা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বিলিং ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হচ্ছে;

(ঝ) ভবিষ্যৎ নগরায়ণ ও শিল্পায়নের চাহিদা পূরণে বৃহৎ বিনিয়োগ প্রয়োজন হওয়ায় ট্যারিফ কাঠামোকে টেকসই করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

৪.৯ বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপনায় ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাইকারি বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সে অনুপাতে খুচরা মূল্য সমন্বয় হয়নি, ফলে তাদের আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে;

(খ) মূল্যহার বৃদ্ধি না হলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রায় ৯৩৪.৭৭ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে;

(গ) ঘাটতি পূরণে গড়ে প্রায় ৯.৬৭% খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়;

(ঘ) প্রিপেইড মিটারিং সম্প্রসারণের ফলে ডিসকানেকশন/রিকানেকশন ফি এবং অন্যান্য অপারেটিং আয় কমে যাওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়;

(ঙ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসমূহকে বাণিজ্যিক শ্রেণির মূল্যহারের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়;

(চ) প্রিপেইড গ্রাহকদের জন্য বিদ্যমান ০.৫০% রিবেট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়;

(ছ) মধ্যমচাপ গ্রাহকের লোডসীমা পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়, যাতে লোড শ্রেণিকরণ আরও যৌক্তিক হয়;

(জ) বৈদেশিক ঋণ, ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে;

(ঝ) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে স্মার্ট গ্রিড, সাবস্টেশন উন্নয়ন ও আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.১০ বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপনায় ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) বিদ্যমান খুচরা ট্যারিফের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত পরিচালন ব্যয় পুরোপুরি সমন্বয় হচ্ছে না, ফলে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক চাপে রয়েছে;

(খ) বাল্ক ট্যারিফ ও হুইলিং চার্জ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের ক্রয়মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা বর্তমান খুচরা ট্যারিফ কাঠামোর মাধ্যমে সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে না;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আর্থিক ভারসাম্য বা ব্রেক-ইভেন অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য গড়ে প্রায় ১০.১১% মূল্যহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের একটি বড় অংশ উপকূলীয় ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পরিচালিত হয়, যার ফলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি হয়;

(ঙ) মনপুরা ও অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় সেসব এলাকার জন্য বিশেষ বিবেচনা প্রয়োজন;

(চ) বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন, সাবস্টেশন সম্প্রসারণ, নতুন ফিডার নির্মাণ এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন;

(ছ) ইজিবাইক চার্জিং স্টেশনসমূহকে বাণিজ্যিক গ্রাহক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে বিদ্যুতের অপব্যবহার ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কমানো যায়;

(জ) নিম্নচাপ (LT) গ্রাহকের লোডসীমা ৮০ কিলোওয়াট থেকে কমিয়ে ৬০ কিলোওয়াট নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়, যাতে লোড শ্রেণিকরণ আরও কার্যকর হয়;

(জ) বেসরকারিভাবে পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ট্যারিফের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়;

(ঝ) স্মার্ট মিটারিং, প্রিপেইড মিটার স্থাপন, অবৈধ সংযোগ প্রতিরোধ এবং সিস্টেম লস হ্রাসে বিভিন্ন আধুনিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৪.১১ বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থাপনায় নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি কোম্পানি পিএলসি (নেসকো) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) বিদ্যমান খুচরা মূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকৃত ব্যয় সমন্বয় না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে;

(খ) বর্তমান ট্যারিফ কাঠামো অনুযায়ী ইউনিটপ্রতি প্রায় ০.৩৮ টাকা ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে;

(গ) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ব্রেক-ইভেন অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য গড়ে প্রায় ৪.১২% হারে মূল্যহার সমন্বয় করা প্রয়োজন;

(ঘ) বাল্ক ট্যারিফ ও হুইলিং চার্জ বৃদ্ধির প্রভাব সরাসরি তাদের ক্রয়মূল্যে প্রতিফলিত হচ্ছে, ফলে খুচরা ট্যারিফেও আনুপাতিক সমন্বয় প্রয়োজন;

(ঙ) প্রিপেইড মিটার স্থাপন ও স্মার্ট বিলিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ও গ্রাহকসেবা উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(চ) অবৈধ সংযোগ প্রতিরোধ, সিস্টেম লস কমানো এবং লোড ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিশেষ অভিযান ও কারিগরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে;

(ছ) সাবস্টেশন সম্প্রসারণ, নতুন ফিডার নির্মাণ এবং পুরাতন বিতরণ লাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;

(জ) বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্যিক গ্রাহক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়;

(ঝ) ইজিবাইক চার্জিং স্টেশনসমূহকে পৃথকভাবে বাণিজ্যিক ট্যারিফের আওতায় আনার প্রস্তাব প্রদান করা হয়, যাতে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়;

(ঞ) প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখ করে যে, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিতরণ ব্যবস্থা, GIS ম্যাপিং, নেটওয়ার্ক অটোমেশন এবং গ্রাহকসেবা উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবিলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

৪.১২ TEC ১৯ মে ২০২৬ তারিখে কমিশনে দাখিলকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন গণশুনানিতে উপস্থাপন করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.০ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত:

স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ গণশুনানিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ক্যাব, বিউবো এবং বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি এবং গণশুনানি উত্তর-মতামত নিম্নরূপ:

৫.১ ড. সৈয়দ মিজানুর রহমান, অধ্যাপক, Daffodil International University:

গণশুনানি এবং গণশুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

(ক) বেসরকারি হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ সুবিধায় বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণের আগে তাদের সেবামূল্য, ফি কাঠামো ও আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ থাকা প্রয়োজন;

(খ) বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার অব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

(গ) সরকারকে মুনাফাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক বিবেচনায় বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করা;

(ঘ) লাভজনক বিদ্যুৎ সমিতি বা সংস্থাসমূহের মুনাফা বা অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে না দেওয়ার আহ্বান জানান এবং পল্লী বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিদ্যমান কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে মত প্রদান করেন;

(ঙ) লোডশেডিংয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত ডিমান্ড চার্জ আরোপ না করার দাবি জানান।

৫.২ **জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করেনঃ

(ক) লাইফলাইন স্ল্যাবের (০-৫০ ইউনিট) গ্রাহকদের কীভাবে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান করা যায় সে বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিসমূহকে কার্যকর প্রস্তাব প্রদানের আহ্বান জানান;

(খ) বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি কতটুকু প্রয়োজন হবে তা মূলত সরকারের ভর্তুকি নীতির উপর নির্ভরশীল বলে মত প্রকাশ করেন;

(গ) বিদ্যুৎ খাতকে লাভজনক ব্যবসা নয় বরং একটি জনসেবামূলক খাত হিসেবে বিবেচনার আহ্বান জানান;

(ঘ) ৭৬—২০০ ইউনিট ব্যবহারকারী নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত স্ল্যাবভিত্তিক চাপ সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান;

(ঙ) প্রয়োজনে ৬০০ ইউনিটের অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য পৃথক স্ল্যাব নির্ধারণের প্রস্তাব করেন;

(চ) প্রিপেইড মিটারে বিদ্যমান রিবেট সুবিধা প্রত্যাহার না করে জনস্বার্থ রক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন;

(ছ) কমিশনকে সর্বোপরি জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান।

৫.৩ **জনাব মহিউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ:**

গণশুনানি এবং গণশুনানি পূর্ববর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

(ক) প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ট্যারিফ প্রস্তাবের বিপরীতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে 'কস্ট মডেলিং' প্রণয়ন এবং জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুসরণ করে ব্যয় বিশ্লেষণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান;

(খ) ট্রান্সফরমার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে সামান্য বৃষ্টি বা বজ্রপাতেও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা ঘটছে বলে উল্লেখ করেন;

(গ) পল্লী বিদ্যুৎ এলাকাগুলো বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন;

(ঘ) প্রিপেইড মিটারের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মিটার ভাড়া আদায় করা হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন;

(ঙ) বিইআরসি এর নিজস্ব মনিটরিং সেল ও গবেষণাভিত্তিক কারিগরি টিম গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন;

(চ) আবেদন দাখিল ও গণশুনানির মধ্যে পর্যাপ্ত সময়ের ব্যবধান রাখার প্রস্তাব করেন, যাতে ভোক্তা প্রতিনিধি ও অংশীজনরা প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পান;

(ছ) দেশে ১৭,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রান্তিক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ার বিষয়টিকে বৈপরীত্য হিসেবে উল্লেখ করেন;

(জ) বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও সুষম বণ্টন ও সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না বলে মত প্রকাশ করেন;

(ঝ) গ্রাহকসেবা প্রদানের জন্য পরিচালিত কল সেন্টারসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন।

৫.৪ **ড. জেবউন্নেছা, অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন:

(ক) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অদক্ষতা বর্তমান সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ;

(খ) বিতরণ কোম্পানিগুলোর উপস্থাপিত তথ্য ও হিসাব আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত নয় এবং যথাযথ কস্ট মডেলিং অনুসরণ করা হয়নি;

(গ) বিদ্যুতের স্ল্যাব ব্যবস্থা প্রত্যাহার, ডিমান্ড চার্জ বৃদ্ধি এবং লাইফলাইন গ্রাহকদের সুবিধা সীমিত করার প্রস্তাবসমূহ জনস্বার্থবিরোধী;

(ঘ) গ্রামীণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণের প্রচেষ্টা গ্রামীণ অর্থনীতি ও সাধারণ জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে;

(ঙ) দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও বিতরণ ব্যবস্থায় দুর্নীতি, সিস্টেম লস এবং নিম্নমানের ট্রান্সফরমার ব্যবহারের কারণে গ্রাহকসেবার মান অবনতির দিকে যাচ্ছে।

৫.৫ **বাংলাদেশ স্টিল মিলস ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি:**
গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে,

(ক) স্টিল শিল্পসমূহ উচ্চচাপের গ্রাহক হওয়ায় এবং তারা নিজস্ব অর্থায়নে সাব-স্টেশন ও লাইন নির্মাণ করেন, তাই তাদের কাছ থেকে ডিমান্ড চার্জ আদায় করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন;

(খ) বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে স্টিল শিল্প টিকে থাকার সংগ্রামে রয়েছে বিধায় শিল্পবান্ধব ট্যারিফ কাঠামো প্রয়োজন;

(গ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস স্টিল শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান উপাদান। দেশের মোট স্টিল ব্যবহারের প্রায় ৬০% থেকে ৭০% সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যবহৃত হয় বিধায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। নির্মাণ খাতে মন্দা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্টিলের চাহিদা প্রায় ৪০% থেকে ৫০% হ্রাস পেয়েছে এবং অধিকাংশ স্টিল মিল তাদের উৎপাদন সক্ষমতার ৫০% এরও কম ব্যবহার করছে;

(ঘ) শুধুমাত্র বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করে সঞ্চালন ও বিতরণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে ব্যয় হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৩২ কেভি থেকে ২৩০ কেভি পর্যন্ত উচ্চ ভোল্টেজের

শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষতি তুলনামূলক কম হওয়ায় অতিউচ্চ ভোল্টেজ গ্রাহকদের জন্য বিদ্যমান ট্যারিফ পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। ডিমান্ড চার্জের পাশাপাশি পাওয়ার ফ্যাক্টর জরিমানা, ভ্যাট এবং অন্যান্য চার্জ শিল্প গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে।

৫.৬ **মোঃ শাহ আলম সরকার, মহাসচিব, বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিসেস কোম্পানীজ ওনার্স এসোসিয়েশন:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ইউটিলিটি কোম্পানিগুলোর আর্থিক কার্যক্রমের উপর ফরেনসিক অডিট পরিচালনার দাবি জানান।

৫.৭ **প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর প্রতিনিধি:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে খুচরা বিদ্যুতের মূল্যের সাথে হুইলিং চার্জ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত উল্লেখ করে হুইলিং চার্জ ৩১ পয়সা থেকে ৪৯ পয়সায় বৃদ্ধির প্রস্তাব শিল্পখাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বিদ্যুৎ ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিল্পখাতের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বিবেচনায় নেওয়ার আহ্বান জানান।

৫.৮ **Dhaka Mass Transit Company Limited এর প্রতিনিধি:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে এক্সপ্রেস ফিডারে সংযুক্ত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ডিমান্ড চার্জ মওকুফ বা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি বিদ্যুতের বর্তমান মূল্যহার মেট্রোরেল এর জন্য ২০% হ্রাস করার প্রস্তাব প্রদান করেন। সেসাথে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এর ক্ষেত্রে সারচার্জ মওকুফের অনুরোধ জানান।

৫.৯ **Bangladesh Steel Re-Rolling Mills (BSRM) এর প্রতিনিধি:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, উচ্চমাত্রার শিল্প গ্রাহকদের জন্য সিস্টেম লস না থাকা এবং তাদের জন্য পৃথক অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন না হওয়ায় হুইলিং চার্জ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো প্রয়োজন। বড় শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ট্যারিফ কাঠামোতে সাধারণ গ্রাহকদের তুলনায় একটি মার্জিনাল পার্থক্য রাখা উচিত। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উচ্চ অংকের জামানত নগদে গ্রহণের পরিবর্তে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে শিল্প উদ্যোক্তাদের উপর আর্থিক চাপ কমবে।

৫.১০ **মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা (এমসিসিআই) এর প্রতিনিধি:**

গণশুনানি পূর্ববর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর হলে শিল্প উৎপাদন ব্যয় ১০-২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে উৎপাদনশীল খাতের জন্য বিশেষ ট্যারিফ বা প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক ক্ষতি, বিদ্যুৎ চুরি এবং সিস্টেম লস কমানোর জন্য ডিজিটাল মনিটরিং ও স্মার্ট মিটারিং ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। শিল্পখাতের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। শিল্পখাতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হওয়ায় উৎপাদনমুখী শিল্পের জন্য রিবেট বা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা বিবেচনা করা উচিত। বিদ্যুৎ খাতে মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে জ্বালানি নিরাপত্তা, সরবরাহ দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় রোধ এবং প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খোঁজার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিল্পখাতের সক্ষমতা, সাধারণ গ্রাহকের স্বার্থ, জাতীয় অর্থনীতির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির প্রভাব বিবেচনায় নেওয়ার জন্য কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

৫.১১ **বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর প্রতিনিধি:**

গণশুনানি পূর্ববর্তী লিখিত মতামতে "ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন" গ্রাহকশ্রেণির নাম "ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন" নামকরণ; ফ্ল্যাট রেটে প্রায় ২৩.৯১% মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবকে তুলনামূলকভাবে অধিক উল্লেখ করে তা সর্বোচ্চ ১৫% বা তার কম পর্যায়ে সীমিত রাখা; পিক আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ এবং অফ-পিক সময়ে চার্জিং ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে পিক আওয়ারে মূল্যবৃদ্ধির হার ২০% পর্যন্ত নির্ধারণ করা; অফ-পিক ও সুপার অফ-পিক সময়ে চার্জিং কার্যক্রম অধিক সংঘটিত হবে উল্লেখ করে ইভি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার স্বার্থে এসব সময়ে মূল্যবৃদ্ধির হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা; বিশেষ করে সুপার অফ-পিক আওয়ারে বিদ্যমান বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে ইভি চার্জিং পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় উক্ত সময়ে কোনো মূল্যবৃদ্ধি না করা; পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ইভি খাতের জন্য সহনীয় ও প্রণোদনামূলক ট্যারিফ কাঠামো প্রণয়ন; সর্বোপরি, ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করার স্বার্থে ব্যাটারি চার্জিং ট্যারিফ পুনর্বিবেচনা করে তুলনামূলক কম হারে মূল্যবৃদ্ধি করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫.১২ **প্রকৌশলী আইনুল হক:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বর্তমান পরিস্থিতিতে যৌক্তিক হবে না; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রদত্ত ভর্তুকি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ উপকৃত হলেও বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি প্রদান করলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে; নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষত বাসাবাড়ির ছাদে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব; এবং নবায়নযোগ্য ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নীতিগত সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫.১৩ **শুভ কিবরিয়া, সিনিয়র সাংবাদিক:**

গণশুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর 'কর্পোরেট ট্যাক্স পাস-থ্রু' নীতিকে জনস্বার্থবিরোধী উল্লেখ করে সরকারকে ব্যবসায়িক নয় বরং কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

নিশ্চিত করতে বিইআরসি আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিদ্যুৎ খাতের নীতিনির্ধারক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিবিরোধী মানসিকতা বিদ্যমান রয়েছে বলে, যা জাতীয় জ্বালানি লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারকে কেবল প্রযুক্তিগত নয় বরং নীতিগত ও মানসিকতার পরিবর্তনের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। সিস্টেম লস কমানোর নামে গৃহীত বিভিন্ন বিনিয়োগ ও প্রকল্পের প্রতি ইউনিট ব্যয় এবং তার অর্থনৈতিক প্রভাব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। বিদ্যুৎ খাতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিইআরসি এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, বিতরণ লাইসেন্সধারিদের বিরুদ্ধে গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি, সেবার মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের আইনগত ক্ষমতা আরও সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা এবং বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর বিলিং, গ্রাহকসেবা ও কার্যক্রমের ওপর কমিশনের তদারকি জোরদারের প্রস্তাব করেন। তিনি বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন প্রকল্প, বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে এ খাত সংস্কার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর জোর প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ করেন।

৫.১৪ **বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো):**

গণশুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে ভোল্টেজভিত্তিক সিঙ্গেল পয়েন্ট মিটারিং নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, একটি গ্রাহকের লোডসীমা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে লোডসীমা বৃদ্ধির ফলে ট্রান্সফরমার ও মিটারিং-সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি তুলে ধরে। বাবিউবো আরও মত প্রকাশ করে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজকে বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন। আবাসিক সংযোগ থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অটোরিকশা চার্জিং নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং বস্তি এলাকার আবাসিক গ্রাহকদের জন্য ফ্ল্যাট ট্যারিফ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বস্তির সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে।

৫.১৫ **বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো):**

গণশুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে বাপবিবো এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১,৩৩৯ মিলিয়ন টাকা এর পরিবর্তে ২,৩৭৬ মিলিয়ন টাকা, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয় ৫,৩৩৮ মিলিয়ন টাকার পরিবর্তে ৮,৬৬৪ মিলিয়ন টাকা, অবচয় ৩৪,৬২৭ মিলিয়ন টাকার পরিবর্তে ৪৬,০১০ মিলিয়ন টাকা এবং কর্পোরেট ট্যাক্স ২,৮৫৩ মিলিয়ন টাকার পরিবর্তে ৫,৪৭৫ মিলিয়ন টাকা বিবেচনার অনুরোধ জানায়।

৬.০ **কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:**

৬.১ বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিইআরসি এর অনুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে বক্তব্য এসেছে যা যথাযথ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(ঘ) অনুযায়ী বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কমিশনের লাইসেন্সি হিসেবে তাদের গৃহীতব্য স্কীমে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক।

৬.২ গ্রাহকের অর্থে ইকুইজিশনকৃত সম্পদ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অর্থে ক্রয় করা না বিধায় সে পরিমাণ সম্পদের মূল্য প্রদর্শিত মোট সম্পদের মূল্য থেকে পৃথক করে প্রদর্শণ ও হিসাব করার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে যা যথাযথ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(চ) অনুসারে কমিশন কর্তৃক ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২৪/০৭ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (বিদ্যুৎ), ২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ০১ জুলাই ২০২৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির section 6.3 এ গ্রাহকের অর্থ (Deposit Work Fund or Donated Capital) একুইজিশনকৃত সম্পদ প্রদর্শিত সম্পদ থেকে পৃথক করার নির্দেশনা রয়েছে। গণশুনানিতে কমিশন কর্তৃক প্রণিত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (বিদ্যুৎ), ২০২৪ এর Section 15.8 এর (D) এবং (E) এ নির্ধারিত অবচয়ের হার অনুযায়ী অবচয় নির্ণয়ের বিষয়ে বক্তব্য এসেছে, যা যথাযথ।

৬.৩ গণশুনানিতে এলটি গ্রাহকশ্রেণির অনুমোদিত লোডসীমা পুনর্নির্ধারণের পূর্বে গ্রাহক ও বিতরণ ইউটিলিটির সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণের জন্য Regulatory Impact Assessment (RIA) সম্পাদনের বিষয়ে বক্তব্য এসেছে, যা গ্রাহক এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি উভয়ের স্বার্থেই প্রয়োজন।

৬.৪ কোনো আবাসিক গ্রাহকের গ্রাহক আঙ্গিনা থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোনো অটোরিক্সা চার্জ করা যাবে না মর্মে বিধান করার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। উল্লেখ্য বিদ্যমান নিয়মানুসারে এলটি-বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) এলটি-ডি ১: (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং এমটি-৮: (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) গ্রাহক আঙ্গিনা ব্যতীত অন্যান্য স্থাপনায় ব্যাটারি চার্জিং করা হলে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট স্থাপনায় ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে বিধান রয়েছে। উক্ত উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং গ্রাহকস্বার্থ ও নিরাপত্তা বিবেচনায় কোনো আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির সংযোগ থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাটারি চার্জিং অনুমোদিত না হওয়াই যৌক্তিক। এছাড়া ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহকশ্রেণির নাম "ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যাল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন" দ্বারা প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা বিবেচনা করা যায়।

৬.৫ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নিরাপত্তা জামানতের সমুদয় অর্থ নগদে গ্রহণের পরিবর্তে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে গ্রহণের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। গ্রাহকের ওপর আর্থিক চাপ হ্রাস বিবেচনায় শিল্প গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানতের ২৫% নগদ এবং অবশিষ্ট ৭৫% কোনো তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫(পাঁচ) বছরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে জমা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

৬.৬ গণশুনানিতে শিল্প গ্রাহকের ক্ষেত্রেও কমিশন কর্তৃক সুস্পষ্ট প্রযোজ্যতা নির্ধারণ, নন-ডিমান্ড মিটারধারী গ্রাহকের অতিরিক্ত লোড কেবল বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারণ না করে পর্যায়ক্রমে ডিমান্ড মিটার স্থাপন বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লোড পরিমাপ করা, কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প গ্রাহকের জন্য পৃথক প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করা, একই প্রাঙ্গণে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার হলে পৃথক সংযোগ বা মিটার প্রদান করা, বহুতল ভবনে পৃথক শিল্প সংযোগ প্রদান, মিশ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাব-মিটার প্রদান এবং LT শ্রেণিতে Horizontal Expansion/Premises অনুযায়ী সাব-মিটার স্থাপন, ২৫০ কেভিএ পর্যন্ত লোডের ক্ষেত্রে LTCT মিটার স্থাপন এবং সর্বোচ্চ ২.৫০% ট্রান্সফরমার লস নির্ধারণ, পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জের ক্ষেত্রে ল্যাগ/লিড অন্তর্ভুক্তি, একই স্থাপনায় একটি/একের অধিক সার্ভিস ড্রপের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। তবে এসকল বিষয়ে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনে স্টাডি সম্পাদন বা কমিটি গঠনের মাধ্যমে অধিকতর পর্যালোচনা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান।

৬.৭ গ্রাহকের প্রয়োজনে পোল বা লাইন স্থানান্তরের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য যৌক্তিক হারে পোল বা লাইন স্থানান্তর আবেদন ফি নির্ধারণের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে যা বিবেচনাযোগ্য।

৬.৮ বিদ্যুৎ খাতের বিদ্যমান বাণিজ্যিক ক্ষতি, বিদ্যুৎ চুরি এবং সিস্টেম লস হ্রাসের জন্য ডিজিটাল মনিটরিং ও স্মার্ট মিটারিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের জন্য গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে যা দ্রুততার সাথে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬.৯ বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাস করে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে আরও দক্ষ করার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিতরণ সিস্টেমে এখনও বিদ্যমান কিছু পুরাতন/জীর্ণ/সাবস্ট্যান্ডার্ড লাইন প্রতিস্থাপন, স্মার্ট মিটারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, ওভারলোডেড ট্রান্সফর্মার পরিবর্তন, মানসম্মত ট্রান্সফর্মার স্থাপনসহ সার্বিকভাবে বিতরণ সিস্টেম লস আরও কমিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে। তাই সিস্টেম লস হ্রাসে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা যথাযথ মর্মে বিবেচিত হয়।

৬.১০ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের রাজস্ব চাহিদার নিরূপণের ক্ষেত্রে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্রয় ও আমদানির পরিমাণের ভিত্তিতে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং ভোল্টেজ লেভেলভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণের বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাবিউবো এর নিকট থেকে ভোল্টেজ লেভেলভিত্তিক পাইকারি বিদ্যুৎ সরবরাহের অংশ (%) অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং ভোল্টেজ লেভেলভিত্তিক বিদ্যুৎ গ্রহণের পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়:

সারণি-৬.১: বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এবং ভোল্টেজ লেভেলভিত্তিক বিদ্যুৎ গ্রহণের পরিমাণ

ক্র.নং	বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানী	বিবরণ	২০২৫-২৬ (কমিশনের প্রাক্কলন)		
			বিদ্যুৎ ক্রয় (মি.কি.ও.ঘ.)	সিস্টেম লস (%)	বিদ্যুৎ বিক্রয় (মি.ও.ঘ.)
১	বাবিউবো	(১) ২৩০ কেভি	১,৯১৫	৫.৪০%	১৪,২১৩
		(২) ১৩২ কেভি	৯৮০		
		(৩) ৩৩ কেভি	১২,১২৯		
		(৪) মোট ক্রয়	**১৫,০২৪**		
২	বাপবিবো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৮.৫১%	৫৩,২৮৮
		(১) ১৩২ কেভি	১০৪		
		(২) ৩৩ কেভি	৫৭,৫০৮		
		(৩) উপ-মোট বাবিউবো	৫৭,৬১২		
		(খ) সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় (আইপিপি, ক্যাপটিভ ও অন্যান্য)	৬৩৪		
		(গ) মোট ক্রয়	**৫৮,২৪৬**		
৩	ডিপিডিসি	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৫.৪৮%	১১,৪২১
		(১) ১৩২ কেভি	১০,৮১৬		
		(২) ৩৩ কেভি	১,২৬৬		
		(৩) উপ-মোট বাবিউবো	১২,০৮২		
		(খ) রিনিউয়েবল/সোলার থেকে ক্রয়	১		
		(গ) মোট ক্রয়	**১২,০৮৩**		
৪	ডেসকো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৫.৫০%	৭,৪৯৯
		(১) ১৩২ কেভি	৬৯৩		
		(২) ৩৩ কেভি	৭,২৪২		
		(খ) মোট ক্রয়	**৭,৯৩৫**		
৫	ওজোপাডিকো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৭.১০%	৪,২৫০
		(১) ৩৩ কেভি	৪,৫৭৪		
		(২) উপ-মোট বাবিউবো	৪,৫৭৪		
		(খ) রিনিউয়েবল/সোলার থেকে ক্রয়	১		
		(গ) মোট ক্রয়	**৪,৫৭৫**		
৬	নেসকো	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৭.৭২%	৪,৯৪৬
		(১) ৩৩ কেভি	৫,৩৬০		
		(খ) মোট ক্রয়	**৫,৩৬০**		
৭	সর্বমোট	(ক) বাবিউবো থেকে ক্রয়		৭.৩৭%	৯৫,৬১৭
		(১) ২৩০ কেভি	১,৯১৫		
		(২) ১৩২ কেভি	১২,৫৯৩		
		(৩) ৩৩ কেভি	৮৮,০৭৯		
		(৪) উপ-মোট বাবিউবো	**১,০২,৫৮৭**		
		(খ) সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় (আইপিপি, ক্যাপটিভ, সোলার ও অন্যান্য)	৬৩৬		
		(গ) মোট ক্রয়	**১,০৩,২২৩**		

৭.০ **রাজস্ব চাহিদা:**

৭.১ **বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) এর রাজস্ব চাহিদা:**

৭.১.১ বাবিউবো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাবিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লসের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-৭.১.১: বাবিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ লস ও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	১,৯১৫
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	৯৮০
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	১১,৬০২
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৫২৭
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (১+২+৩+৪)**	**১৫,০২৪**
৬	বিতরণ সিস্টেম লস (৫.৪০% হিসাবে)	৮১১
৭	**বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (৫-৬)**	**১৪,২১৩**

সারণি-৭.১.২: বাবিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	পাইকারি মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	১,৯১৫	১০.০৮২৫	১৯,৩০৪
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	৯৮০	১০.১৩২৫	৯,৯৩৫
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	১১,৬০২	৯.৫৭৮৫	১,১১,১৩০
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৫২৭	৯.৫৭৮৫	৫,০৪৮
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়**			**১,৪৫,৪১৭**

সারণি-৭.১.৩: বাবিউবো এর হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	১,৯১৫	০.৩৭৮৯	৭২৬
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	৯৮০	০.৩৮২৫	৩৭৫
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	১১,৬০২	০.৩৮৯৭	৪৫২১
৪	**মোট হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়**			**৫,৬২২**

সারণি-৭.১.৪: বাবিউবো এর বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	৪,০১০
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৮৯৫
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১,৪৮৪*
৪	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	১৮
৫	অবচয়	৫,৩৩৩
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	৮৮৭
৭	কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স	৩৩
৮	**মোট বিতরণ ব্যয় (১+....+৭)**	**১৩,৬৬০**
৯	(বিয়োগ) অন্যান্য আয়	৩,৭৭২
১০	**নিট বিতরণ ব্যয় (৮-৯)**	**৯,৮৮৮**

*বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালনা লাইসেন্স ফি ৩৯.২৬ মিলিয়ন টাকাসহ।

সারণি-৭.১.৫: বাবিউবো এর নিট রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	১,৪৫,৪১৭
২	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয়	৫,৬২২
৩	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়/এনার্জি চার্জ (১+২)**	**১,৫১,০৩৯**
৪	নিট বিতরণ ব্যয়	৯,৮৮৮
৫	**নিট রাজস্ব চাহিদা (৩+৪)**	**১,৬০,৯২৭**
৬	বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	১৪,২১৩
৭	**রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৫ ÷ ৬]**	**১১.৩২**

৭.১.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে বাবিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ১,৪৫,৪১৭ মিলিয়ন টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয় ৫,৬২২ মিলিয়ন টাকা এবং নিট বিতরণ ব্যয় ৯,৮৮৮ মিলিয়ন টাকাসহ নিট রাজস্ব চাহিদা ১,৬০,৯২৭ মিলিয়ন টাকা বা ১১.৩২ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৭.১.৩ বাবিউবো এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ৯.৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বাবিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১.৬৪ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ১৬.৯৪% বৃদ্ধি করে ১১.৩২ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৭.২ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর রাজস্ব চাহিদা:

৭.২.১ বাপবিবো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাপবিবো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লসের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-৭.২.১: বাপবিবো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ লস ও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	১০৪
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৫৬,৮০৭
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৭০১
৫	সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় (আইপিপি, ক্যাপটিভ ও অন্যান্য)	৬৩৪
৬	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (১+২+৩+৪)**	**৫৮,২৪৬**
৭	বিতরণ সিস্টেম লস (৮.৫১% হিসাবে)	৪,৯৫৭
৮	**বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (৫-৬)**	**৫৩,২৮৯**

সারণি-৭.২.২: বাপবিবো এর বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	পাইকারি মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	১০.০৮২৫	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	১০৪	১০.১৩২৫	১,০৫৪
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৫৬,৮০৭	৭.৩৯৫৫	৪,২০,১১৬
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৭০১	৭.৩৯৫৫	৫,১৮৪
৫	সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় (আইপিপি, ক্যাপটিভ ও অন্যান্য)	৬৩৩	-	৪,৪৬১
৬	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়**			**৪,৩০,৮১৫**

সারণি-৭.২.৩: বাপবিবো এর হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	০.৩৭৮৯	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	১০৪	০.৩৮২৫	৪০
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৫৬,৮০৭	০.৩৮৯৭	২২,১৩৮
৪	**মোট হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়**			**২২,১৭৮**

সারণি-৭.২.৪: বাপবিবো এর বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	৩৪,১১০
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৩৪০
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	৫,৪৭৩*
৪	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	-
৫	অবচয়	৩৫,১৪৮
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ (ঋণের সুদ)	১৭,৯৭৯
৭	কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স	৫,৫৭২
৮	**মোট বিতরণ ব্যয় (১+....+৭)**	**৯৯,৬২২**
৯	(বিয়োগ) অন্যান্য আয়	২৩,২৬৯
১০	**নিট বিতরণ ব্যয় (৮-৯)**	**৭৬,৩৫৩**

*বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালনা লাইসেন্স ফি ১৩০.৫১ মিলিয়ন টাকাসহ।

সারণি-৭.২.৫: বাপবিবো এর নিট রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	৪,৩০,৮১৫
২	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয়	২২,১৭৮
৩	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়/এনার্জি চার্জ (১+২)**	**৪,৫২,৯৯৩**
৪	নিট বিতরণ ব্যয়	৭৬,৩৫৩
৫	**নীট রাজস্ব চাহিদা (৩+৪)**	**৫,২৯,৩৪৬**
৬	বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	৫৩,২৮৯
৭	**রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৫ ÷ ৬]**	**৯.৯৩**

৭.২.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে বাপবিবো এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ৪,৩০,৮১৫ মিলিয়ন টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয় ২২,১৭৮ মিলিয়ন টাকা এবং নিট বিতরণ ব্যয় ৭৬,৩৫৩ মিলিয়ন টাকাসহ নিট রাজস্ব চাহিদা ৫,২৯,৩৪৬ মিলিয়ন টাকা বা ৯.৯৩ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৭.২.৩ বাপবিবো এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ৮.৫২ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বাপবিবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১.৪১ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ১৬.৫৫% বৃদ্ধি করে ৯.৯৩ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৭.৩ **ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) এর রাজস্ব চাহিদা:**

৭.৩.১ ডিপিডিসি এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লসের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-৭.৩.১: ডিপিডিসি বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ লস ও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	১০,৮১৬
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	১,২৬৬
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	-
৫	অন্যান্য (নেট মিটারিং)	১
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (১+২+৩+৪)**	**১২,০৮৩**
৬	বিতরণ সিস্টেম লস (৫.৪৮% হিসাবে)	৬৬২
৭	**বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (৫-৬)**	**১১,৪২১**

সারণি-৭.৩.২: ডিপিডিসি এর বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	পাইকারি মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	১০.০৮২৫	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	১০,৮১৬	১০.১৩২৫	১,০৯,৫৯৩
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	১২৬৬	১০.১৮২৫	১২,৮৯১
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	-	১০.১৮২৫	-
৫	অন্যান্য (নেট মিটারিং)	১	-	৯
৬	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়**			**১,২২,৪৯৩**

সারণি-৭.৩.৩: ডিপিডিসি এর হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	০.৩৭৮৯	
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	১০,৮১৬	০.৩৮২৫	৪,১৩৭
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	১২৬৬	০.৩৮৯৭	৪৯৩
৪	**মোট হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়**			**৪,৬৩০**

সারণি-৭.৩.৪: ডিপিডিসি এর বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	৪,৩৯৬
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৫৭৫
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	৬৮৫
৪	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	৪০০
৫	অবচয়	৩,৫৭৫
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	৩,০৩৫
৭	কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স	৪৭০
৮	**মোট বিতরণ ব্যয় (১+....+৭)**	**১৩,১৩৬**
৯	(বিয়োগ) অন্যান্য আয়	৩,৩৮৪
১০	**নিট বিতরণ ব্যয় (৮-৯)**	**৯,৭৫২**

*বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালনা লাইসেন্স ফি ২৯.২১ মিলিয়ন টাকাসহ।

সারণি-৭.৩.৫: ডিপিডিসি এর নিট রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	১,২২,৪৯৩
২	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয়	৪,৬৩০
৩	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়/এনার্জি চার্জ (১+২)**	**১,২৭,১২৩**
৪	নীট বিতরণ ব্যয়	৯,৭৫২
৫	**নীট রাজস্ব চাহিদা (৩+৪)**	**১,৩৬,৮৭৫**
৬	বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	১১,৪২০
৭	**রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৫÷৬]**	**১১.৯৯**

৭.৩.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে ডিপিডিসি এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ১,২২,৪৯৩ মিলিয়ন টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয় ৪,৬৩০ মিলিয়ন টাকা এবং নিট বিতরণ ব্যয় ৯,৭৫২ মিলিয়ন টাকাসহ নিট রাজস্ব চাহিদা ১,৩৬,৮৭৫ মিলিয়ন টাকা বা ১১.৯৯ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৭.৩.৩ ডিপিডিসি এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১০.২৩ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ডিপিডিসি এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১.৭৬ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ১৭.২০% বৃদ্ধি করে ১১.৯৯ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৭.৪ **ঢাকা ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (ডেসকো) এর রাজস্ব চাহিদা:**

৭.৪.১ ডেসকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ডেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লসের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-৭.৪.১: ডেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ লস ও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	৬৯৩
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৭,২৪২
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	-
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (১+২+৩+৪)**	**৭,৯৩৫**
৬	বিতরণ সিস্টেম লস (৫.৫০% হিসাবে)	৪৩৬
৭	**বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (৫-৬)**	**৭,৪৯৯**

সারণি-৭.৪.২: ডেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	পাইকারি মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	১০.০৮২৫	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	৬৯৩	১০.১৩২৫	৭,০২২
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৭২৪২	১০.১৮২৫	৭৩,৭৪২
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	-	১০.১৮২৫	-
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়**			**৮০,৭৬৪**

সারণি-৭.৪.৩: ডেসকো এর হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	০.৩৭৮৯	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	৬৯৩	০.৩৮২৫	২৬৫
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৭,২৪২	০.৩৮৯৭	২,৮২২
৪	**মোট হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়**			**৩,০৮৭**

সারণি-৭.৪.৪: ডেসকো এর বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	৩,০৮৬
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৪৫১
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	৪৩২
৪	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	২৩০
৫	অবচয়	২,৪৬৪
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	২,৩৮৩
৭	কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স	৩২৫
৮	**মোট বিতরণ ব্যয় (১+....+৭)**	**১০,৩৭১**
৯	(বিয়োগ) অন্যান্য আয়	২,৯৮২
১০	**নিট বিতরণ ব্যয় (৮-৯)**	**৭,৩৮৯**

*বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালনা লাইসেন্স ফি ১৯.৩৭ মিলিয়ন টাকাসহ।

সারণি-৭.৪.৫: ডেসকো এর নিট রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	৮০,৭৬৪
২	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয়	৩,০৮৭
৩	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়/এনার্জি চার্জ (১+২)**	**৮৩,৮৫১**
৪	নিট বিতরণ ব্যয়	৭,৩৮৯
৫	**নিট রাজস্ব চাহিদা (৩+৪)**	**৯১,২৪০**
৬	বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	৭,৪৯৯
৭	**রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৫ ÷ ৬]**	**১২.১৭**

৭.৪.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে ডেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ৮০,৭৬৪ মিলিয়ন টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয় ৩,০৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং নীট বিতরণ ব্যয় ৭,৩৮৯ মিলিয়ন টাকাসহ নিট রাজস্ব চাহিদা ৯১,২৪০ মিলিয়ন টাকা বা ১২.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৭.৪.৩ ডেসকো এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১০.৩৯ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ডেসকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১.৭৮ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ১৭.১৩% বৃদ্ধি করে ১২.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৭.৫ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর রাজস্ব চাহিদা:

৭.৫.১ ওজোপাডিকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ওজোপাডিকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লসের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-৭.৫.১: ওজোপাডিকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ লস ও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	-
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৪,৫৭১
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৩
৫	অন্যান্য	১
৬	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (১+২+৩+৪)**	**৪,৫৭৫**
৭	বিতরণ সিস্টেম লস (৭.১০% হিসাবে)	৩২৫
৮	**বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (৫-৬)**	**৪,২৫০**

সারণি-৭.৫.২: ওজোপাডিকো এর বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	পাইকারি মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	১০.০৮২৫	
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	-	১০.১৩২৫	
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৪,৫৭১	৮.৭৪৯৫	৩৯,৯৯৪
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৩	৮.৭৪৯৫	২৬
৫	অন্যান্য	১	-	৯
৬	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়**			**৪০,০২৯**

সারণি-৭.৫.৩: ওজোপাডিকো এর হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	০.৩৭৮৯	
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	-	০.৩৮২৫	
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৪,৫৭১	০.৩৮৯৭	১,৭৮১
৪	**মোট হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়**			**১,৭৮১**

সারণি-৭.৫.৪: ওজোপাডিকো এর বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	১,৭৭৬
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১৮৪
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	৭৪৯
৪	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	১১৫
৫	অবচয়	১,৪২১
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	১,৫৭৮
৭	কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স	১১৭
৮	**মোট বিতরণ ব্যয় (১+....+৭)**	**৫,৯৪০**
৯	(বিয়োগ) অন্যান্য আয়	২,২২৩
১০	**নিট বিতরণ ব্যয় (৮-৯)**	**৩,৭১৭**

*বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালনা লাইসেন্স ফি ১১.০৭ মিলিয়ন টাকাসহ।

সারণি-৭.৫.৫: ওজোপাডিকো এর নীট রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	৪০,০২৯
২	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয়	১,৭৮১
৩	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়/এনার্জি চার্জ (১+২)**	**৪১,৮১০**
৪	নিট বিতরণ ব্যয়	৩,৭১৭
৫	**নিট রাজস্ব চাহিদা (৩+৪)**	**৪৫,৫২৭**
৬	বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	৪,২৫০
৭	**রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৫ ÷ ৬]**	**১০.৭১**

৭.৫.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে ওজোপাডিকো এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ৪০,০২৯ মিলিয়ন টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয় ১,৭৮১ মিলিয়ন টাকা এবং নিট বিতরণ ব্যয় ৩,৭১৭ মিলিয়ন টাকাসহ নিট রাজস্ব চাহিদা ৪৫,৫২৭ মিলিয়ন টাকা বা ১০.৭১ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৭.৫.৩ ওজোপাডিকো এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ৯.১৮ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ওজোপাডিকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১.৫৩ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ১৬.৬৭% বৃদ্ধি করে ১০.৭১ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৭.৬ **নর্দান ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো) এর রাজস্ব চাহিদা:**

৭.৬.১ নেসকো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লসের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-৭.৬.১: নেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ লস ও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	-
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৫,২৭৫
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৮৫
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (১+২+৩+৪)**	**৫,৩৬০**
৬	বিতরণ সিস্টেম লস (৭.৭২% হিসাবে)	৪১৪
৭	**বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (৫-৬)**	**৪,৯৪৬**

সারণি-৭.৬.২: নেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	পাইকারি মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)		১০.০৮২৫	
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)		১০.১৩২৫	
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৫,২৭৫	৮.৫০৭৫	৪৪,৮৭৭
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রিড)	৮৫	৮.৫০৭৫	৭২৩
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়**			**৪৫,৬০০**

সারণি-৭.৬.৩: নেসকো এর হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রিড)	-	০.৩৭৮৯	-
২	১৩২ কেভি (গ্রিড)	-	০.৩৮২৫	-
৩	৩৩ কেভি (গ্রিড)	৫২৭৫	০.৩৮৯৭	২,০৫৬
৪	**মোট হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়**			**২,০৫৬**

সারণি-৭.৬.৪: নেসকো এর বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	৩,১৫৫
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১৩২
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	৪২০*
৪	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	২
৫	অবচয়	১,১৬৬
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	১,৪৫৭
৭	কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স	২৬৯
৮	**মোট বিতরণ ব্যয় (১+....+৭)**	**৬,৬০১**
৯	(বিয়োগ) অন্যান্য আয়	১,৪৩৪
১০	**নিট বিতরণ ব্যয় (৮-৯)**	**৫,১৬৭**

*বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালনা লাইসেন্স ফি ১১.৭২ মিলিয়ন টাকাসহ।

সারণি-৭.৬.৫: নেসকো এর নীট রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	৪৫,৬০০
২	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয়	২,০৫৬
৩	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়/এনার্জি চার্জ (১+২)**	**৪৭,৬৫৬**
৪	নিট বিতরণ ব্যয়	৫,১৬৭
৫	**নিট রাজস্ব চাহিদা (৩+৪)**	**৫২,৮২৩**
৬	বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	৪,৯৪৬
৭	**রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৫ ÷ ৬]**	**১০.৬৮**

৭.৬.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে নেসকো এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ৪৫,৬০০ মিলিয়ন টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয় ২,০৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং নিট বিতরণ ব্যয় ৫,১৬৭ মিলিয়ন টাকাসহ নিট রাজস্ব চাহিদা ৫২,৮২৩ মিলিয়ন টাকা বা ১০.৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৭.৬.৩ নেসকো এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ৯.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী নেসকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১.৫১ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ১৬.৪৭% বৃদ্ধি করে ১০.৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৮.০ **মূল্যহার আদেশ:**

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশনের আদেশ হলো যে:-

৮.১ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে বাবিউবো ১১.৩২ টাকা/কি.ও.ঘ., বাপবিবো ৯.৯৩ টাকা/কি.ও.ঘ., ডিপিডিসি ১১.৯৯ টাকা/কি.ও.ঘ., ডেসকো ১২.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ., ওজোপাডিকো ১০.৭১ টাকা/কি.ও.ঘ., এবং নেসকো ১০.৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো। পুনঃনির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার এ আদেশের অংশ হিসাবে **পরিশিষ্ট-'ক'** এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি এ আদেশের অংশ হিসেবে **পরিশিষ্ট-'খ'** এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.২ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সকল গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান ডিমান্ড চার্জ অপরিবর্তিত রাখা হলো।

৮.৩ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়মানুসারে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত নিট বিলের ওপর ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে রিবেট বহাল রাখা হলো;

৮.৪ এ আদেশ বিল মাস **জুন ২০২৬** হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

৯.০ **নির্দেশনাসমূহ:**

৯.১ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কমিশনের লাইসেন্সি হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(ঘ) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৯ অনুযায়ী উহার গৃহীতব্য যে কোনো স্কিম/প্রকল্পে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করবে।

৯.২ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ সরকার কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত রিবেটের পরিমাণ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে উল্লেখ করবে।

৯.৩ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ৩০ জুন ২০২৭ এর মধ্যে গ্রাহকের অর্থে একুইজিশনকৃত সম্পদসমূহ এবং উক্ত সম্পদের অবচয় বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির একীভূত ফিক্সড এসেট ও অবচয় সিডিউল থেকে পৃথক করবে।

৯.৪ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদনে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (বিদ্যুৎ), ২০২৪ এ উল্লিখিত হারে অবচয় হিসাবভুক্ত করবে।

৯.৫ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ প্রিপেইড মিটার গ্রাহকদের মধ্যে ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কর্তন, ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার জোরদার করবে এবং এ বিষয়ে অন্তত জেলাপর্যায়ে গ্রাহক অবহিতকরণ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৯.৬ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহকভিত্তিক নিরাপত্তা জামানতের তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ করবে।

৯.৭ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ সকল বৃহৎ বাণিজ্যিক, নির্মাণ ও ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের তিন-ফেজ মিটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি এবং সকল এমটি, এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকের সিটি-পিটিসহ মিটার স্বীয় উদ্যোগে বছরে ন্যূনতম ০২ (দুই) বার [তবে দুই পরীক্ষার মাঝে কোনোভাবেই ০৬ (ছয়) মাসের বেশি ব্যবধান হবে না] বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা পরীক্ষা করে মিটারের সঠিকতা নিরূপণ করবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ যথাশীঘ্র উক্তরূপ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ টিম গঠন এবং মিটার টেস্টিং সাইকেল প্রণয়নপূর্বক মিটার পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ উহার মিটার পরীক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনে প্রেরণ করবে যেখানে মিটার টেস্টিং সাইকেলভিত্তিক ও গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক মিটার পরীক্ষার সংখ্যা, মিটারের সঠিকতা সম্পর্কে মন্তব্যসহ গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমের উল্লেখ থাকবে।

৯.৮ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ উহাদের সিস্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এ লক্ষ্যে -

(ক) প্রতি অর্থবছরের জুন মাসের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য মাসভিত্তিক সংস্থা/কোম্পানির এবং প্রতিটি বিতরণ ইউনিটের সিস্টেম লস টার্গেট নির্ধারণ করবে এবং তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ (Monitoring) ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;

(খ) সকল পুরাতন জীর্ণ/সাব-স্ট্যান্ডার্ড বিতরণ লাইন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পুনঃনির্মাণ/প্রতিস্থাপন করবে;

(গ) বিতরণ সিস্টেমে প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মানসম্পন্ন ট্রান্সফর্মার স্থাপন, ওভারলোডেড ট্রান্সফর্মার পরিবর্তনসহ সার্বিকভাবে বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৯.৯ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তার আওতাধীন সকল মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি) গ্রাহককে Automated Meter Reading (AMR) দ্বারা Online Metering এর আওতায় আনার ব্যবস্থা নেবে।

৯.১০ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ এলটি লেভেলের প্রযোজ্য গ্রাহকশ্রেণির তিন-ফেজ গ্রাহক, অস্থায়ী গ্রাহকশ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য এমটি গ্রাহকশ্রেণি এবং সকল এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে পীক এবং অফ-পীক মিটারভিত্তিক বিলিং নিশ্চিত করবে।

৯.১১ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ বিতরণ সিস্টেম গড়ে তুলবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ-

(ক) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং রাস্তা-ঘাট, রেল লাইন, ফ্লাইওভার, ইত্যাদি ক্রসিং-এ ক্র্যাডল গার্ড (Cradle Guard) স্থাপন নিশ্চিত করবে;

(খ) প্রতিবছর ন্যূনতম ০১ (এক) বার বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা তার সকল বিতরণ লাইন পরীক্ষা করতঃ অনিরাপদ লাইনসমূহ নিরাপদ করার ব্যবস্থা নেবে এবং

(গ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিতরন লাইন এবং স্থাপনায় সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে (দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও তার কারণ; প্রতিরোধ ও প্রতিকারের গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখসহ) কমিশনকে অবহিত করবে।

৯.১২ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ নিজস্ব বিতরণ সিস্টেমে এবং এমটি ও তদুর্ধ্ব গ্রাহক প্রান্তে প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মানসম্পন্ন ট্রান্সফর্মার স্থাপন নিশ্চিত করবে।

৯.১৩ এনার্জি অডিট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ পর্যায়ক্রমে উহার সকল ট্রান্সফর্মার পরীক্ষার মাধ্যমে ট্রান্সফর্মার লস নিরূপণ করবে এবং প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ট্রান্সফর্মারের দক্ষতা নিশ্চিত করবে।

৯.১৪ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তার প্রতিটি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এবং ৩৩/১১ কেভি ফিডারের Real ও Reactive Power Flow, Interruptions এবং Voltage Profile এর তথ্য লগ শীটে সংরক্ষণ করবে এবং উক্ত তথ্য প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ করে Overloading দূর করা, Reactive Power Compensation এর মাধ্যমে ভোল্টেজ Profile এর উন্নয়ন এবং Interruptions কমিয়ে আনার কারিগরি ও বাস্তবসম্মত কৌশল নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১৫ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ উহার কল সেন্টার/কাস্টমার কেয়ার সেন্টারসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রাহকের অভিযোগ দ্রুততার সাথে যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করবে এবং complaint center ভিত্তিক গ্রাহক অভিযোগ প্রাপ্তি এবং নিষ্পন্নের বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৯.১৬ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কল সেন্টার/কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে Interruptions এর সম্ভাব্য Restoration সময়ের তথ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহককে সরবরাহ করবে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ প্রতিটি বিতরণ ইউনিটের Interruptions, Restoration Time, Voltage Profile এবং Frequency এর হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

৯.১৭ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ প্রতিবছর এনার্জি অডিট টিম দ্বারা প্রতিটি বিক্রয়-বিতরণ ইউনিটের বিতরণ সিস্টেম লস অডিট করে সিস্টেম লস হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১৮ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহককে তার চাহিদা অনুসারে ন্যূনতম ০১ (এক) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব লোড অনুমোদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৯.১৯ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ অত্র আদেশের আদেশ এবং নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে দাখিল করবে।

৩/৬/২৬
ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

Syeda Sultana Razia
সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য
3/6/2026

০৩/০৬/২৬
মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

৩/৬/২০২৬
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

০৩.০৬.২৬
জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ক'

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬

ক. নিম্নচাপ (এলটি) : ২৩০/৪০০ ভোল্ট

বিদ্যুৎ সরবরাহ : নিম্নচাপ এসি সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট এবং তিন ফেজ ৪০০ ভোল্ট

ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড : সিঙ্গেল ফেজ ০–৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০–৮০ কি.ও.[১]

	গ্রাহকশ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.[২]/মাস]
১	এলটি — এ: আবাসিক		৪২.০০
	লাইফ লাইন : ০-৫০ ইউনিট	৫.৩২[৩]	
	প্রথম ধাপ : ০-৭৫ ইউনিট	৬.১৮	
	দ্বিতীয় ধাপ : ৭৬-২০০ ইউনিট	৮.৫০	
	তৃতীয় ধাপ : ২০১-৩০০ ইউনিট	৯.১০	
	চতুর্থ ধাপ : ৩০১-৪০০ ইউনিট	৯.৬২	
	পঞ্চম ধাপ : ৪০১-৬০০ ইউনিট	১৫.০১	
	ষষ্ঠ ধাপ : ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১৭.৩৫	
২	এলটি — বি: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৬.০৪	৪২.০০
৩	এলটি — সি ১: ক্ষুদ্র শিল্প		৪৮.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৭৩	
	অফ-পীক	১১.৪৫	
	পীক	১৫.২৭	
৪	এলটি — সি ২: নির্মাণ	১৮.০৯	১২০.০০
৫	এলটি — ডি ১: শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৯.০৫	৬০.০০
৬	এলটি — ডি ২: রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	১১.৪৬	৯০.০০
৭	এলটি — ডি ৩: ইলেকট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১১.৩৬	
	অফ-পীক[৪]	১০.২২	
	সুপার অফ-পীক[৫]	৯.০৯	
	পীক[৬]	১৪.২০	
৮	এলটি-ই: বাণিজ্যিক ও অফিস		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১৫.৩৬	
	অফ-পীক	১৩.৮২	
	পীক	১৮.৪৩	
৯	এলটি-টি: অস্থায়ী	২৩.৮১	১২০.০০

খ. মধ্যমচাপ (এমটি) : ১১ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : মধ্যমচাপ এসি ১১ কেভি

ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড : ৮০ কি.ও.[১] এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনুর্ধ্ব ০৫ মে.ও.

	গ্রাহকশ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.[২]/মাস]
১	এমটি — ১: আবাসিক		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৫০	
	অফ-পীক	১১.২৫	
	পীক	১৫.৬২	
২	এমটি — ২: বাণিজ্যিক ও অফিস		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১৩.৯৩	
	অফ-পীক	১২.৫৪	
	পীক	১৭.৪১	
৩	এমটি — ৩: শিল্প		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৮৫	
	অফ-পীক	১১.৫৬	
	পীক	১৬.০৬	
৪	এমটি — ৪: নির্মাণ		১২০.০০
	ফ্ল্যাট	১৭.১৬	
	অফ-পীক	১৫.৪৪	
	পীক	২১.৪৫	
৫	এমটি — ৫: সাধারণ[৩]		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৫৮	
	অফ-পীক	১১.৩২	
	পীক	১৫.৭২	
৬	এমটি — ৬: অস্থায়ী	২২.৫৬	১২০.০০
৭	এমটি — ৭: ইলেকট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১১.৩১	
	অফ-পীক[৪]	১০.১৮	
	সুপার অফ-পীক[৫]	৯.০৫	
	পীক[৬]	১৪.১৪	
৮	এমটি — ৮: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	৭.৩৮	
	অফ-পীক	৬.৬৪	
	পীক	৯.২৩	

গ. উচ্চচাপ (এইচটি): ৩৩ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : উচ্চচাপ এসি ৩৩ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড : ০৫ মে.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনূর্ধ্ব ৩০ মে.ও.
(২০ মে.ও. এর উর্ধ্বে অবশ্যই ডাবল সার্কিট)

	গ্রাহকশ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.[১]/মাস]
১	এইচটি—১: সাধারণ		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৫৪	
	অফ-পীক	১১.২৮	
	পীক	১৫.৬৭	
২	এইচটি—২: বাণিজ্যিক ও অফিস		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১৩.৬৪	
	অফ-পীক	১২.২৮	
	পীক	১৭.০৫	
৩	এইচটি—৩: শিল্প		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৭৫	
	অফ-পীক	১১.৪৭	
	পীক	১৫.৯৩	
৪	এইচটি—৪: নির্মাণ		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১৫.৯৬	
	অফ-পীক	১৪.৩৬	
	পীক	১৯.৯৫	

ঘ. অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি): ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : অতি উচ্চচাপ এসি ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড : ইএইচটি—১ : ২০ মে.ও. থেকে অনূর্ধ্ব ১৪০ মে.ও. (কারিগরি বিবেচনায় সিঙ্গেল অথবা ডাবল সার্কিট)
ইএইচটি—২ : ১৪০ মে.ও. এর উর্ধ্বে

	গ্রাহকশ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.[১]/মাস]
১	ইএইচটি—১: সাধারণ		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৬৬	
	অফ-পীক	১১.৩৯	
	পীক	১৫.৮২	
২	ইএইচটি—২: সাধারণ		৯০.০০
	ফ্ল্যাট	১২.৬১	
	অফ-পীক	১১.৩৫	
	পীক	১৫.৭৬	

[১]নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কি.ও. অনুমোদিত লোড পর্যন্ত নিম্নচাপ (এলটি) গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে ৫০ কি.ও. থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের নতুন গ্রাহক নিম্নচাপ (এলটি) অথবা মধ্যমচাপ (এমটি) গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তবে ৫০ কি.ও. থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান গ্রাহকশ্রেণি (অনুমোদিত লোড ৫০ কি.ও. পর্যন্ত এলটি এবং অনুমোদিত লোড ৫০ কি.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত এমটি) অপরিবর্তিত/অব্যাহত থাকবে।

[১]ডিমান্ড চার্জ নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে ডিমান্ড (কি.ও.) বিবেচনায় নিতে হবে:
(ক) সকল এলটি ও এমটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড (কি.ও.) প্রযোজ্য হবে; এবং
(খ) সকল এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা (কি.ও.) অথবা অনুমোদিত লোডের (কি.ও.) ৮০% এর মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ তা প্রযোজ্য হবে।

[২]লাইফ লাইন (০-৫০ ইউনিট) মূল্যহারের সুবিধা লাইফ লাইন গ্রাহক ব্যতীত আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির অন্য কোনো গ্রাহক পাবেন না।

[৩]প্রযোজ্য সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাত ১১:০০ টা হতে পরদিন বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত সময় অফ-পীক হিসেবে গণ্য হবে। তবে শুধুমাত্র এলটি-ডি ৩ এবং এমটি-৭ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে রাত ১১:০০ টা হতে পরদিন সকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত এবং সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত সময় অফ-পীক হিসেবে গণ্য হবে।

[৪]এলটি-ডি ৩ এবং এমটি-৭ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সকাল ৫:০০-৯:০০ টা পর্যন্ত সময় সুপার অফ-পীক হিসেবে গণ্য হবে।

[৫]প্রযোজ্য সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০ টা পর্যন্ত সময় পীক হিসেবে গণ্য হবে।

[৬]বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি এর আওতাধীন এমটি-৫ গ্রাহকশ্রেণির মধ্যে যাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রধানত (প্রায় ৮০%) আবাসিক ধরনের যেমন-ডরমেটরিসহ সেনানিবাস বা বিশ্ববিদ্যালয়; সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ২০% এমটি-৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ (১২.৫৮ টাকা/কি.ও.ঘ.), ৭২% এলটি-এ এর তৃতীয় ধাপ এবং চতুর্থ ধাপের গড় এনার্জি রেট/চার্জ (৯.৩৬ টাকা/কি.ও.ঘ.) এবং ৮% এলটি-এ এর ষষ্ঠ ধাপের এনার্জি রেট/চার্জ (১৭.৩৫ টাকা/কি.ও.ঘ.) অনুসারে বিল করতে হবে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পূর্বের নিয়মের ধারাবাহিকতায় এমটি-৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ অনুসারে বিল করতে হবে।

৩/৬/২৬
ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

৩/৬/২০২৬
সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

০৩/০৬/২৬
মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

৩/৬/২০২৬.
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'খ'

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি

নিম্নোক্ত শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে:

১. **বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল:**

(ক) সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালিন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল প্রযোজ্য হবে এবং বিলম্ব-পরিশোধ ওপর পুনরায় কোনো মাশুল প্রযোজ্য হবে না।

(খ) ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জারিকৃত বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল সংক্রান্ত কমিশন আদেশ কার্যকরের পূর্ববর্তী সময়ের অনিষ্পন্ন বকেয়ার ক্ষেত্রে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালিন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল বিবেচনা করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যাবে।

২. **মূল্য সংযোজন কর:**

বিদ্যুৎ বিলের ওপর সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

৩. **পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ:**

(ক) অনুমোদিত লোড ২০ কিলোওয়াট (কি.ও.) এর উর্ধ্বের সকল নিম্নচাপ (এলটি) গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) অবশ্যই ০.৯৫ বা তার উর্ধ্বে রাখতে হবে।

(খ) সকল মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি) গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) অবশ্যই ০.৯৫ বা তার উর্ধ্বে রাখতে হবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ৩ (ক) এবং ৩(খ) এ বর্ণিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯৫ এর কম রেকর্ড হলে নিম্নবর্ণিত হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে:

সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৯৫ এর অব্যবহিত নিম্ন থেকে মাসিক গড় পিএফ ০.৭৫ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কম এর জন্য গ্রাহকের বিলের এনার্জি চার্জের ওপর ০.৭৫% (শূন্য দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ) হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে প্রতি বিল মাসে গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। পর পর ০৩ (তিন) বিল মাস সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে গ্রাহককে ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

(ঙ) উপরের অনুচ্ছেদ ৩(ঘ) এ উল্লিখিত কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ যথাযথ শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম (পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান্ট) স্থাপন এবং প্রযোজ্য সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ চার্জ প্রদান সাপেক্ষে পুনর্বহাল করা যাবে।

৪. **নিরাপত্তা জামানত:**

(ক) নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে:

গ্রাহকশ্রেণি		জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
১	এলটি—এ এবং এলটি—বি	৪৮০.০০ (০২ কি.ও. পর্যন্ত)
		৭২০.০০ (০২ কি.ও. এর উর্ধ্বে)
২	এলটি—সি ১, এলটি—সি ২, এলটি—ডি ১, এলটি—ডি ২, এলটি—ডি ৩, এলটি—ই এবং এলটি—টি	৯৬০.০০
৩	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	১,২০০.০০

(খ) প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা বিদ্যমান প্রি-পেইড গ্রাহকদের লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড/অতিরিক্ত অনুমোদিত লোডের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে না।

(গ) প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বিদ্যমান মিটার প্রতিস্থাপন করা হলে গ্রাহকের পূর্বের নিরাপত্তা জামানত বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি গ্রাহককে ফেরত প্রদান নিশ্চিত করবে।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৪(ক) এর সারণিতে উল্লিখিত নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত অন্য কোনো নিরাপত্তা জামানত আরোপ করা যাবে না।

(ঙ) সকল শিল্প শ্রেণির গ্রাহকের নিকট থেকে প্রযোজ্য নিরাপত্তা জামানতের ২৫ (পঁচিশ) ভাগ নগদে এবং অবশিষ্ট ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগ কোনো তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে গ্রহণ করতে হবে, তবে গ্রাহক ইচ্ছা করলে সমুদয় নিরাপত্তা জামানতের অর্থ নগদেও জমা প্রদান করতে পারে। এ বিধান বিল মাস জুন ২০২৬ থেকে সকল শিল্প গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় জামানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫. **অনুমোদিত লোডসীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার লোড পরিবর্তন:**

(ক) কোনো গ্রাহকের অনুমোদিত লোড হতে তার মিটারের রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা বেশি হলে অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোডের জন্য দ্বিগুণ হারে ডিমান্ড রেট/চার্জ প্রযোজ্য হবে।

(খ) কোনো গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা ক্রমাগতভাবে ০৩ (তিন) মাস অনুমোদিত লোডের ১১০% (একশত দশ শতাংশ) অতিক্রম করলে অতিরিক্ত লোড অনুমোদন করিয়ে নেয়ার জন্য

গ্রাহককে নোটিশ দিতে হবে। চতুর্থ মাসেও সর্বোচ্চ চাহিদা অনুমোদিত লোডের ১১০% (একশত দশ শতাংশ) এর বেশি হলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

(গ) কোনো গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুসারে লিখিত অনুরোধের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী তার স্থাপনার অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড পরিবর্তনের (বৃদ্ধি বা হ্রাস) জন্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির নিকট আবেদন করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি গ্রাহকের আবেদন গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিয়মানুযায়ী গ্রাহকের অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে।

(ঘ) কোনো গ্রাহকের বিদ্যমান অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করা যাবে না।

৬. **গ্রাহকের অনুরোধে সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প এবং কৃষিভিত্তিক মৌসুমি ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের বিলিং পদ্ধতি এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ:**

(ক) এলটি–বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) শ্রেণির গ্রাহক সেচ মৌসুমের পর এবং এলটি–সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কৃষিভিত্তিক মৌসুমি ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহক মৌসুমের পর কিংবা অন্য কোনো কারণে (গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী) প্রযোজ্য সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবে।

(খ) উপরের অনুচ্ছেদ ৬(ক) এ বর্ণিত গ্রাহকের পুনরায় সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ চার্জ প্রযোজ্য হবে। তবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকালীন সময়ে ডিমান্ড চার্জ বা অন্য কোনো চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৭. **ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহকের বিলিং:**

এলটি–বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প), এলটি–ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং এমটি–৮ (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) গ্রাহক আঙিনা ব্যতীত অন্যান্য স্থাপনায় ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং করা হলে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ উক্ত সংশ্লিষ্ট স্থাপনার শ্রেণিতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে। কোনো আবাসিক গ্রাহকের সংযোগ থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং করা যাবে না।

৮. মিটার ভাড়া:

(ক) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানির অর্থে স্থাপিত মিটারের ক্ষেত্রে মিটার ভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম অব্যাহত থাকবে।

(খ) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে যেসকল গ্রাহক বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানির মিটার ও মিটার স্থাপনের যাবতীয় খরচ এককালীন বহন করতে আগ্রহী অথবা যেসকল গ্রাহক নিজে মানসম্মত মিটার ক্রয় করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে তাদের নিকট হতে মিটার ভাড়া নেয়া যাবে না।

৯. **প্রি-পেইড মিটার:**

(ক) প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ বিদ্যমান নিয়মানুসারে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত নিট বিলের ওপর ০.৫০% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে রিবেট প্রাপ্ত হবেন।

(খ) ইমার্জেন্সি ব্যালান্সের ক্ষেত্রে সুদ প্রযোজ্য হবে না।

(গ) কোনো কারণে প্রি-পেইড মিটার লক হয়ে গেলে, গ্রাহকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি মিটার আনলকের ব্যবস্থা নিবে। কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রি-পেইড মিটার লক হলে, কোনো চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির ভেন্ডিং/রিচার্জ স্টেশন বা ব্যাংক থেকে গ্রাহক কোনো চার্জ/ফি প্রদান ব্যতিরেকে প্রি-পেইড মিটারে ভেন্ডিং/রিচার্জ করবে।

(ঙ) গ্রাহক কর্তৃক বিল প্রদান সহজতর করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি পর্যাপ্ত সংখ্যক ভেন্ডিং/রিচার্জ স্টেশন এবং ব্যাংক ও ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটারে ভেন্ডিং/রিচার্জ করার কার্যকর ব্যবস্থা নিবে।

(চ) প্রি-পেইড মিটার বিষয়ে গ্রাহকদের সঠিক ধারণার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি তথ্য সমৃদ্ধ (যেমন-প্রি-পেইড মিটার সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা, বিলিং পদ্ধতি, ভেন্ডিং/রিচার্জ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন ইত্যাদি) একটি সহায়ক নির্দেশিকা (Instruction Manual) বিদ্যমান ও নতুন প্রি-পেইড মিটার গ্রাহককে প্রদান করবে।

১০. **প্রযোজ্যতা:**

(ক) এলটি – সি ২: নির্মাণ

(১) ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রিজ, ফ্লাইওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি – সি ২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ গ্রাহকশ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।

(খ) এলটি – ডি ১: শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল

৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালের বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি – ডি ১ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) এলটি – ডি ২: রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প

৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল রাস্তার বাতি এবং খাবার পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত সকল পানির পাম্প/নলকূপ, গ্রামীণ এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য জনস্বার্থে স্থাপিত সকল খাবার পানির পাম্প এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত পানি নিষ্কাশন পাম্প এলটি – ডি ২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঘ) এলটি – ডি ৩: ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন

৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি – ডি ৩ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশনসমূহ এ গ্রাহকশ্রেণির আওতাভুক্ত হবে।

(ঙ) এলটি – ই: বাণিজ্যিক

(১) ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল অফিস, দোকানপাট, শপিং কমপ্লেক্স/প্লাজা, হোটেল/মোটেল/রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, বিনোদন স্থাপনা, সিনেমা হল, ব্যবসায়িক/ট্রেডিং, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রদানকারী অন্যান্য স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান এলটি – ই গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(চ) এলটি – টি: অস্থায়ী

(১) ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের (যে সকল সংযোগ সাধারণত স্থায়ী সংযোগে রূপান্তরিত হয় না) বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি – টি গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের জন্য এ শ্রেণির সংযোগ বিবেচনা করা হবে, তবে গ্রাহকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এলটি – টি গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুৎ ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সীমা ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

(ছ) এমটি – ১: আবাসিক

(১) ৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত ঊর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সম্পূর্ণ আবাসিক ভবন/স্থাপনা এবং সমিতি পরিচালিত বহুতল সম্পূর্ণ আবাসিক ভবন/স্থাপনার সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি – ১ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) সাধারণভাবে মেইন মিটার ও সাব-মিটার পদ্ধতিতে এমটি – ১ গ্রাহকশ্রেণির মিটারিং/বিলিং হবে। তবে একক মিটারভিত্তিক ব্যবস্থাও বহাল থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই ট্রান্সফরমারের উচ্চচাপ প্রান্তে একটি মেইন মিটার থাকবে এবং সেখানে সমুদয় এনার্জি রেকর্ড হবে। গ্রাহক ট্রান্সফরমার, উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণকারী এবং রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম সহযোগে তার নিজের উপকেন্দ্র স্থাপন করবেন।

(৩) মেইন মিটার ও সাব-মিটার পদ্ধতিতে মিটারিং/বিলিং এর ক্ষেত্রে প্রতিটি আবাসিক ফ্ল্যাট/গ্রাহকের জন্য মেইন মিটারের আওতায় পৃথক সাব-মিটার ও হিসাব নম্বর থাকবে এবং এলটি—এ (আবাসিক) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার (স্ল্যাব সুবিধাসহ), শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী আবাসিক সাব-মিটারসমূহের বিল করা হবে।

(৪) মেইন মিটারের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে আবাসিক সাব-মিটারসমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অবশিষ্ট ইউনিট কমন সার্ভিস ব্যবহার (Common Service Use) হিসাবে গণ্য হবে এবং এমটি—১ (আবাসিক) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার, শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী কমন সার্ভিস ব্যবহারের বিল করা হবে। কমন সার্ভিস ব্যবহারের অনুমোদিত লোড নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে।

(৫) গ্রাহকের অনুরোধে একক মিটারভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থা মেইন মিটার সাব-মিটারভিত্তিক মিটারিং/বিলিং ব্যবস্থায় রূপান্তর করা যাবে।

(জ) এমটি—২: বাণিজ্যিক

(১) ৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত ঊর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল অফিস, দোকানপাট, শপিং কমপ্লেক্স/প্লাজা, হোটেল/মোটেল/রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, বিনোদন স্থাপনা, সিনেমা হল, ব্যবসায়িক/ট্রেডিং, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রদানকারী অন্যান্য স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিসের বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) ট্রান্সফরমারের উচ্চচাপ প্রান্তে একটি মেইন মিটার থাকবে এবং তথায় সমুদয় এনার্জি রেকর্ড হবে। গ্রাহক ট্রান্সফরমার, উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণকারী এবং রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম সহযোগে তার নিজের উপকেন্দ্র স্থাপন করবে।

(৩) বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনা ব্যতীত অন্য সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে একক পয়েন্ট মিটারিং ব্যবস্থায় বিল করা হবে।

(৪) বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার ক্ষেত্রে মেইন মিটার ও সাব-মিটার পদ্ধতিতে বিলিং হবে। প্রতিটি আবাসিক ফ্ল্যাট/গ্রাহকের জন্য মেইন মিটারের আওতায় পৃথক সাব-মিটার ও হিসাব নম্বর থাকবে এবং এলটি—এ (আবাসিক) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার (স্ল্যাব সুবিধাসহ), শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী আবাসিক সাব-মিটারসমূহের বিল করা হবে।

(৫) মেইন মিটারের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে আবাসিক সাব-মিটারসমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ইউনিট বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিস ব্যবহার (Common Service Use) হিসেবে গণ্য হবে এবং

একক্ষেত্রে এমটি—২ (বাণিজ্যিক ও অফিস) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার, শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী বিল করা হবে। বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিস ব্যবহারের অনুমোদিত লোড নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে।

(৬) যে সকল বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনায় বর্তমানে একক মিটারিং ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাহক ইচ্ছা পোষণ করলে স্বীয় ব্যয়ে মিটারিং ব্যবস্থা মেইন মিটার ও সাব-মিটার ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে পারবেন।

(৭) একক মিটারিং ব্যবস্থা মেইন মিটার ও সাব-মিটার ব্যবস্থায় রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত একক মিটারভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(ঝ) এমটি-৪: নির্মাণ

(১) ৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত ঊর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রিজ, ফ্লাইওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—৪ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ গ্রাহকশ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।

(ঞ) এমটি-৫: সাধারণ

এমটি—১ (আবাসিক), এমটি—২ (বাণিজ্যিক ও অফিস), এমটি—৩ (শিল্প), এমটি—৪ (নির্মাণ), এমটি—৬ (অস্থায়ী), এমটি—৭ (ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) এবং এমটি—৮ (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত গ্রাহক ব্যতীত ৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত ঊর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের একক পয়েন্ট মিটারভিত্তিক অন্যান্য মধ্যমচাপ গ্রাহক যেমন: সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল; ক্যান্টনমেন্ট; পাবলিক লাইব্রেরি; যাদুঘর; খাবার পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত পানির পাম্প; জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত পানি নিষ্কাশন পাম্প; রেলওয়ে; মেট্রোরেল; বিমানবন্দর; ইত্যাদি এমটি—৫ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ট) এমটি—৬: অস্থায়ী

(১) ৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত ঊর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের (যে সকল সংযোগ সাধারণত স্থায়ী সংযোগে রূপান্তরিত হয় না) বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—৬ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের জন্য এ শ্রেণির সংযোগ বিবেচনা করা হবে, তবে গ্রাহকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এমটি—৬ গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুৎ ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সীমা ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

(ঠ) **এমটি—৭: ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন**

৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত মধ্যমচাপে অনুমোদিত লোডের ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—৭ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ড) **এমটি—৮: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প**

৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প এমটি—৮ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঢ) **এইচটি—১: সাধারণ**

এইচটি—২ (বাণিজ্যিক ও অফিস), এইচটি—৩ (শিল্প) এবং এইচটি—৪ (নির্মাণ) গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন বাণিজ্যিক ও অফিস, শিল্প এবং নির্মাণ স্থাপনা/গ্রাহক ব্যতীত ০৫ মেগাওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের একক পয়েন্ট মিটারভিত্তিক অন্যান্য সকল গ্রাহক এইচটি—১ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ণ) **এইচটি—২: বাণিজ্যিক ও অফিস**

০৫ মেগাওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল অফিস, দোকানপাট, শপিং কমপ্লেক্স/প্লাজা, হোটেল/মোটেল/রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, বিনোদন স্থাপনা, সিনেমা হল, ব্যবসায়িক/ট্রেডিং, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রদানকারী অন্যান্য স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিসের বিদ্যুৎ ব্যবহার এইচটি—২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ত) **এইচটি-৪: নির্মাণ**

(১) ০৫ মেগাওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এইচটি—৪ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ গ্রাহকশ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।

১১. **প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত শ্রেণির গ্রাহক হিসাবে রূপান্তর:**

(ক) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিলোওয়াট অনুমোদিত লোড পর্যন্ত এলটি গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে ৫০ কিলোওয়াট এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের নতুন গ্রাহক, এলটি অথবা এমটি গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তবে ৫০ কিলোওয়াট এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত

অনুমোদিত লোডের বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান গ্রাহকশ্রেণি (অনুমোদিত লোড ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত এলটি এবং অনুমোদিত লোড ৫০ কিলোওয়াট এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত এমটি) অপরিবর্তিত/অব্যাহত থাকবে।

(খ) যেসকল গ্রাহককে পরিশিষ্ট-'ক' এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬ এবং উপরের অনুচ্ছেদ-১০ ও ১১(ক) অনুযায়ী নির্ধারিত গ্রাহকশ্রেণি ব্যতীত ভিন্ন কোনো গ্রাহকশ্রেণিতে বিল করা হচ্ছে সে সকল গ্রাহক বিল মাস জুন ২০২৬ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত শ্রেণির গ্রাহক হিসেবে রূপান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এজন্য কোনো চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

১২. বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবা এবং বিবিধ চার্জ/ফি:

(ক) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মিটার পর্যন্ত বাউন্ডারি পয়েন্ট বিবেচনায় বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবা এবং বিবিধ চার্জ/ফি নিম্নোক্ত হারে নির্ধারণ করা হলো:

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহকশ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(১)	নতুন সংযোগ এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	(i) এক ফেজ	১২০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৩৬০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,২০০.০০
		ইএইচটি		২,৪০০.০০
(২)	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	৩০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৬০০.০০
		এমটি		১,২০০.০০
(৩)	(অ) বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	৩৬০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৯৬০.০০
		এমটি ও এইচটি		৬,০০০.০০
		ইএইচটি		১২,০০০.০০
	(আ) বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	(i) এক ফেজ	৩৬০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৯৬০.০০
		এমটি ও এইচটি		৬,০০০.০০
		ইএইচটি		১২,০০০.০০

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহকশ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(৪)	(অ) গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	২৪০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৪৮০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,২০০.০০
		ইএইচটি		২,৪০০.০০
	(আ) গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	(i) এক ফেজ	২৪০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৪৮০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,২০০.০০
		ইএইচটি		২,৪০০.০০
(৫)	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	২৪০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৪৮০.০০
			(iii) এলটিসিটি	৭২০০.০০
		এমটি ও এইচটি		২,৪০০.০০
		ইএইচটি		৪,৮০০.০০
(৬)	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	১৮০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৩৬০.০০
			(iii) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,২০০.০০
		ইএইচটি		২,৪০০.০০
(৭)	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার/মিটারিং ইউনিট স্থাপন/পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	৩৬০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৮৪০.০০
			(iii) এলটিসিটি	২,৪০০.০০
		এমটি ও এইচটি		৬,০০০.০০
		ইএইচটি		১২,০০০.০০
(৮)	গ্রাহকের অনুরোধে পোল/বিদ্যুৎ লাইন স্থানান্তরের আবেদন ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	৩৬০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৮৪০.০০
		এমটি ও এইচটি		৬,০০০.০০
		ইএইচটি		১২,০০০.০০

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহকশ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(৯)	গ্রাহকের অনুরোধে সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল (সার্ভিস ক্রিমপিট/ক্ল্যাম্পসহ) মেরামত/পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	২৪০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৬০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,৫০০.০০
		ইএইচটি		৩,০০০.০০
(১০)	গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহ চুক্তি সংশোধন ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	১২০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৩৬০.০০
		এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		১,২০০.০০
(১১)	গ্রাহকের অনুরোধে প্রি-পেইড মিটার কার্ড রি-ইস্যু ফি	এলটি, এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		২৪০.০০
(১২)	গ্রাহকের অনুরোধে ট্রান্সফরমারের তেল (Transformer Oil) পরীক্ষা চার্জ	এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		১,২০০.০০
(১৩)	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপআউট ফিউজ কাট-আউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া	৩০ দিন পর্যন্ত		২.৫০ কেভিএ/দিন
		৩০ দিন পর থেকে বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ৯০ দিন		৫.০০ কেভিএ/দিন

(খ) উপরের অনুচ্ছেদ ১২(ক) এর সারণিতে উল্লিখিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোনো ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।

(গ) উপরের অনুচ্ছেদ ১২(ক) এর ক্রমিক (৩) এবং (৪) ব্যতীত অন্য কোনো বিবিধ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পুনঃসংযোগ চার্জ আরোপ করা যাবে না।

(ঘ) বহুতল আবাসিক বা বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার আবাসিক গ্রাহক তার আবাসিক সাব-মিটার এবং বহুতল ভবন/স্থাপনার ফ্ল্যাট মালিক সমিতি উক্ত ভবন/স্থাপনার আবাসিক ফ্ল্যাটের মিটার পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফিসহ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির নিকট আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি উক্ত আবাসিক ফ্ল্যাটের মিটার পরীক্ষা করবে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) উপরের অনুচ্ছেদ ১২(ক) এর সারণিতে উল্লিখিত বিবিধ ফি/চার্জের ওপর সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

১৩. ব্যাখ্যা:

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত কোনো বিধানের ব্যাখ্যা অথবা কোনো গ্রাহকের গ্রাহকশ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে, কমিশনে প্রেরণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ১২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের এস.আর.ও. নম্বর ০৯ আইন/২০২৩, ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের এস.আর.ও. নম্বর ২৪-আইন/২০২৩, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের এস.আর.ও. নম্বর ৫২-আইন/২০২৩ এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের এস.আর.ও. নম্বর ৪৩ আইন/২০২৪ এর মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের অধীন কোনো কার্যক্রম বা মামলা চলমান থাকলে তা স্ব-স্ব প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

১৫. খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২৬ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি **বিল মাস জুন ২০২৬** হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

৩/৬/২৬
ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া ৩/৬/২০২৬
সদস্য

০৩/০৬/২৬
মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

৩/৬/২০২৬
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান